ব্যবস্থা-কৌমুদী

প্রথম খণ্ড।

অশৌচাদি প্রকরণ।

জেলা ঢাকা, পরগণে মহেশ্বরদী পোষ্ট

আফিস পাঁচদোনার অন্তর্গত

মূলপাড়া নিবাসী

শ্রীশিবচন্দ্র বিশারদ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঢাকা স্যমন্তক-যন্ত্রে

শ্রীগোপীনাথ বসাক দ্বারা

মুদ্রিত।

ইং ১৮৮৭ সন। ২৮ জুলাই।

।৵০ আনা।

প্রণিপত্যাক্ষরং তত্ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণং।
ব্যবস্থাকৌমুদীং যত্নাৎপ্রমাণসহিতামিমাং।
বিবুধৈঃ শোধিতাং পুস্তীং বঙ্গভাষাপ্রপূরিতাং।
প্রাহ সজ্জরবোধায় শিবচন্দ্র বিশারদঃ॥ (১)
ব্যবস্থাকৌমুদী নাম্নী পুস্তী মুদ্রাঙ্কিতা ময়া।
উপহার প্রদানায় বঙ্গীয় হিতকারিণে॥ (১)

বিজ্ঞাপন।

বেদানুমত মন্বাদির বাক্যসমূহের নাম স্মৃতি। মহর্ষিকল্প রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা। সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে রাঢ়, বঙ্গ ও গৌড়দেশ। সনাতন আর্য্যধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ, রঘুনন্দনের মতানুসারে প্রোক্তদেশে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে প্রায় সর্ব্বত্রই স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক অধ্যাপক বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাদি জিজ্ঞাসা ও তাহার সদুত্তর লাভ অনায়াসসাধ্য ছিল। সম্প্রতি অনেক স্থানে সংস্কৃতাভিজ্ঞ স্মার্ত্ত আচার্য্যগণের অভাবনিবন্ধন, ব্যবস্থাদির নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি সেই অভাব মোচনমানসে, যাহাতে সকলেই স্মার্ত্তগণের সহায়তাভিন্ন নিজ হইতে ব্যবস্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন. এরূপ সরল বঙ্গানুবাদসহ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি খণ্ডশঃ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

এইখণ্ডে সম্পূর্ণ অশৌচব্যবস্থা ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যদি এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাবিষয়ে কাহারো অণুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমার সমুদায় পরিশ্রম সার্থক।

পরিশেষে ইহাও জানাইতেছি যে, গ্রন্থপ্রণয়-নের পর স্মৃতিশাস্ত্র পারদর্শী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হরকুমার শি-রোরত্ন এবং অন্যান্য স্মার্ত্ত মহাশয়গণকে প্রদর্শন করাতে তাঁহারা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শনানন্তর ব্যবস্থাগুলি বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। তাহাতেই এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে সাহসী হইলাম।

মূলপাড়া শ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এবার মূলাংশ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল। ইতি ১২৯৪ সন তারিখ ১১ই শ্রাবণ।

শ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ব্যবস্থা-কৌমুদী।

প্রথমখণ্ড।

গ্রন্থারম্ভ।

অশৌচপ্রকরণং।

মুনিপ্রণীত প্রমাণানুসারে যে শারীরিক অপবিত্রতা জন্মে অর্থাৎ যাহাতে বেদবিহিত কার্য্যের অনধিকার হয় তাহাকে অশৌচ বলে,—অশৌচ নানাপ্রকার।

অথ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি সমস্ত জাতির অশৌচবিধান।

প্রমাণ মনুসংহিতা—

"শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি।"

"মাতৃবৎ বর্ণশঙ্করাঃ।"

ভাষা—সৃষ্টির প্রথমে চারিটী জাতি উৎপন্ন হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্র। এই চারিজাতির পরস্পর বিবাহাদি ও নানাপ্রকার সংসর্গ দ্বারা, যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম বর্ণশঙ্কর।

মরণ ও জনন, উভয়েতেই ব্রাহ্মণের দশরাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যের পঞ্চদশরাত্র ও শূদ্রের ত্রিশরাত্র অশৌচ হয়। তৎপরদিনে সকলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

বিধানকর্ত্তা মুনিগণ, প্রোক্ত চারিজাতির পৃথক্ পৃথক্ অশৌচ বিধান করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণশঙ্করজাতির অশৌচবিধান পৃথক্ করেন নাই; মাতার ন্যায় অশৌচ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে জাতীয় মাতাহইতে উৎপন্ন, সে জাতীয় অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—চণ্ডাল জাতির দশরাত্র অশৌচ।

দেশভেদে বৈদ্যজাতির অশৌচ পনর দিন ও ত্রিশ দিন। যুগী জাতির অশৌচ দশদিন ও ত্রিশদিন।

ইহাভিন্ন অন্য প্রায় জাতিরই শূদ্রের ন্যায় অশৌচ হইবে।

এই সকল অশৌচই, স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ বলিয়া কথিত হয়।

অথ পুরুষের সপিণ্ড গণনা এবং তদশৌচবিধান

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ মৎস্যপুরাণং—

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং।

তথাচ স্মৃতিঃ—যশ্চজীবন্ যস্যপিণ্ডদাতা মৃতঃ সন্ সপিণ্ডনেন তৎপিণ্ডভোক্তা এবং লেপেপি জীবতাং যুগ্যত্বাৎ সপিণ্ডত্বং। স্ত্রীণান্তু প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসপিণ্ডমিতি বচনাৎ ভর্ত্তৃসপিণ্ডেন সহ সপিণ্ডত্বং।

" দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুদ্ধ্যন্তি মৃতসূতকে।
ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুদ্ধ্যন্তিগোত্রজাঃ।" (১)

"ততো দশম পুরুষপর্য্যন্তং সাকুল্যমিতিস্মৃতিঃ।"
তত্রত্র্যহঃ। ততশ্চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তং পক্ষিণী।

তত্রগৌতমঃ। পক্ষিণীমসপিণ্ডানামিতি।
ততো জন্মনাম স্মৃতিপর্য্যন্তমেকাহঃ।
তত্রজাবালঃ—
"গোত্রজানামহঃ স্মৃতং। ততঃপরং স্নানমাত্রং।
স্নাত্বা শুদ্ধ্যন্তি গোত্রজাঃ। (১)

তদ্ভাষা—পার্ব্বণ শ্রাদ্ধসময়ে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষ উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে হয়। অতএব তাঁহারা তিনজন পিণ্ডভাগী। বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন পুরুষ উদ্দেশে লেপ ভাগ দিতে হয়। লেপ অর্থাৎ পিণ্ডদান করিলে তদবশিষ্ট যাহা হস্তে সংলগ্ন থাকে তাহাকে কুশদ্বারা তিনভাগ করতঃ এই তিন পুরুষকে দিতে হয়, অতএব তাঁহারা তিনজনই লেপভাগী। আর আপনি স্বয়ং পিণ্ডাদিদাতা। অতএব নিজহইতে ক্রমশঃ গণনাতে অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহপর্য্যন্ত সাতপুরুষ সপিণ্ডবিধান এবং এই সাতপুরুষের স্ত্রীপুত্রাদির সহিত গণনাতে সাতপুরুষ হইলে, পরস্পর সকলেই সপিণ্ড জানিবে।

সপিণ্ডগণের প্রকৃতাবস্থায় জনন, কি মরণ,

উভয়েতেই সকল সপিণ্ডের স্বজাতীয় সম্পূর্ণা-শৌচ হইবে।

নিম্নলিখিত অঙ্কদ্বারা ও ইহা স্পষ্ট হইবে।—

(১) স্বয়ং।
(২) পিতা।
(৩) পিতামহ।
(৪) প্রপিতামহ।
(৫) বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
(৬) অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ।
(৭) অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ।

এক অর্থাৎ স্বয়ং হইতে (৭) অর্থাৎ অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহপর্য্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সপিণ্ড। এবং যে কেহ স্বয়ং তাহারাও সপিণ্ড। অর্থাৎ ৭ যদি স্বয়ং হয় তবে, এক হইতে ৬ পর্য্যন্ত যে নিম্ন-শাখা হইবে, তাহারাও সপিণ্ড।

অথ সকুল্য জ্ঞাতি গণনা ও তদশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

সকুল্য স্থলেও, সপিণ্ডের ন্যায় স্বয়ং আদি করিয়া, ঊর্দ্ধে দশপুরুষপর্য্যন্ত সকুল্য। এবং তৎশাখা প্রশাখাতেও দশমপুরুষপর্য্যন্ত সকুল্য অর্থাৎ অষ্টম, নবম, দশম, এই তিনপুরুষসকুল্য।

সকুল্য জনন, কি মরণ, উভয়েতেই ত্রিরাত্র অশৌচ। বিশেষ সকুল্য নিম্নলিখিত অঙ্কদ্বারাও লিখিত হইল,—

এক অর্থাৎ স্বয়ংহইতে ৭ম পুরুষের পর ৮।৯। ১০ অঙ্কে অঙ্কিত পুরুষগণের প্রত্যেকের স্বয়ং সহিত সকুল্য সম্বন্ধ। এইরূপ উর্দ্ধ ও অধঃ দুই দিকেই গণনা করিতে হইবে।

১০ } এই তিনপুরুষ
৯ }
৮ } স্বয়ংএর সকুল্য।
৭
৬
৫
৪
৩
২
১ স্বয়ং।

অথ সমানোদকগণনা এবং তদশৌচবিধান।

সমানোদক দুইপ্রকার,—(১) চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্ত। (২) স্বকীয় বংশজ জানাগেলেই তাহাকে সমানোদক বলাযায়।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

সপিণ্ড ও সকুল্য যেরূপ স্বয়ং অবধি গণনা করিয়া, শেষ করা হইয়াছে, সেইরূপ গণনাতে ঊর্দ্ধ কি তৎশাখাপ্রশাখাতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকজ্ঞাতির পক্ষিণী অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

পক্ষিণী দুইদিন একরাত্রি। অর্থাৎ বার প্রহর। যদি রাত্রিযোগে অশৌচ উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্ব-দিনাবধি বারপ্রহর অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহা নিম্নলিখিত অঙ্কদ্বারাও লিখিত হইল।—

১৪
১৩ — এক অর্থাৎ স্বয়ংসহিত ১১।
১২ — ১২। ১৩ ও ১৪ অঙ্কে অঙ্কিত
১১ — পুরুষগণের পক্ষিণী অশৌচ
১০ — হইবে। ইহাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ
৯ — দুইদিকেই সমান গণনা ক-
৮ — রিতে হইবে।
৭
৬
৫
৪
৩
২
১ স্বয়ং।

এইরূপ গণনাতে চতুর্দ্দশপুরুষ শেষ হইলে, তাহার পর জ্ঞাতি নিশ্চয় জানিলেই, জননে এবং মরণে একরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপর স্বগোত্রমাত্রেরই স্নানমাত্র অশৌচান্ত হয়। কিন্তু ইহার প্রায় ব্যবহার নাই।

অথ অবিবাহিতা কন্যার সপিণ্ড গণনা এবং তদশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—

"সপিণ্ডতাতু কন্যানাং সবর্ণানাং ত্রিপৌরুষী। কন্যানামনূঢ়ানাং অপ্রত্তানাং ত্রিপৌরুষমিতি বচনাং এতেনাত্মপঞ্চমে বৃদ্ধপ্রপিতামহে সাপিণ্ড্যং নিবর্ত্ততে।" (১)

তদ্ভাষা—কন্যা অবধি গণনা করিয়া, ঊর্দ্ধে চারিপুরুষপর্য্যন্ত কন্যাসপিণ্ড অর্থাৎ কন্যা (১) পিতা (২) পিতামহ (৩) প্রপিতামহ (৪)। এই সকল পুরুষের পরস্পর সন্তানাদিতেও কন্যাবধি চারিপুরুষপর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য।

কন্যার সকুল্যবিষয়ে পৃথক্‌বিধান নাই। অতএব পুরুষের ন্যায় দশমপুরুষপর্য্যন্তই সকুল্য।

কেহ বলেন, কন্যাসকুল্য কন্যাবধি সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত; কিন্তু ইহার প্রায়ই ব্যবহার নাই।

কন্যা জননমাত্র সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ ও সকুল্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

কন্যামরণে পৃথক্ অশৌচবিধান আছে। ("গর্ভের নবমমাসাবধি কন্যাজননানন্তর মরণে অশৌচবিধান" প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

কন্যাসপিণ্ড, নিম্নলিখিত অঙ্কদ্বারাও প্রদর্শন করা গেল।—

(৪) প্রপিতামহ।
(৩) পিতামহ।
(২) পিতা।
(১) কন্যা।

অথ গর্ভের দ্বিতীয়মাসাবধি ছয়মাসমধ্যে গর্ভস্রাবাশৌচবিধান।

প্রমাণ। কূর্ম্মপুরাণং—

"অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদিস্যাৎ গর্ভসংস্রবঃ।
তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।"(১)

মরীচিঃ—

গর্ভশ্রুত্যাং যথামাসমচিরে তূত্তমে ত্র্যহং।
রাজন্যেতু চতূরাত্রং বৈশ্যে পঞ্চাহমেবচ।
অষ্টাহেন তু শূদ্রস্য শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা।" (১)

তদ্ভাষা—প্রথমমাসে স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইলে; রজস্বলা অশৌচের ন্যায় পরিগণিত হয়। ("ঋতুমতী স্ত্রীর অশৌচবিধান" প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় মাসাবধি, ছয়মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে কেবল স্ত্রীর মাত্র অশৌচ। অন্য কাহারও নাই। এই অশৌচের সহিত শঙ্কর হয় না, কিন্তু মৎস্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। দেশভেদে মৎস্যাদি ভক্ষণ করিয়াও থাকে।

জাতিভেদে ইহাদের অশৌচের ভেদ হয়। এখানে জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি।

(ব্রাহ্মণীর পক্ষে)

দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ।

তৃতীয় মাসে	ঐ	চারিদিন	ঐ
চতুর্থমাসে	ঐ	পাঁচদিন	ঐ
পঞ্চম মাসে	ঐ	ছয়দিন	ঐ
ষষ্ঠ মাসে	ঐ	সাতদিন	ঐ

(ক্ষত্রিয়ার পক্ষে)

দ্বিতীয় মাসে	গর্ভস্রাব হইলে	চারিদিন	অশৌচ
তৃতীয় মাসে	ঐ	পাঁচদিন	ঐ
চতুর্থ মাসে	ঐ	ছয়দিন	ঐ
পঞ্চম মাসে	ঐ	সাতদিন	ঐ
ষষ্ঠ মাসে	ঐ	আটদিন	ঐ

(বৈশ্যার পক্ষে)

দ্বিতীয় মাসে	গর্ভস্রাব হইলে	পাঁচদিন	অশৌচ।
তৃতীয় মাসে	ঐ	ছয়দিন	ঐ
চতুর্থ মাসে	ঐ	সাতদিন	ঐ
পঞ্চম মাসে	ঐ	আটদিন	ঐ
ষষ্ঠ মাসে	ঐ	নয়দিন	ঐ

(শূদ্রার পক্ষে)

দ্বিতীয় মাসে	গর্ভস্রাব হইলে	আটদিন	অশৌচ।
তৃতীয় মাসে	ঐ	নয়দিন	ঐ
চতুর্থ মাসে	ঐ	দশদিন	ঐ
পঞ্চম মাসে	ঐ	এগারদিন	ঐ
ষষ্ঠ মাসে	ঐ	বারদিন	ঐ

অথ সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভপাত ও জননানন্তর শিশুর মরণাশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ। কূর্ম্মপুরাণং—

"অথ ঊর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং স্যাদ্দশরাত্রকং।
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ।"(১)
"গর্ব্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্ত নির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতিনিশ্চয়ঃ।"(২)

তদ্ভাষা—সপ্তম কি অষ্টম মাসে গর্ব্ভ হইতে মৃত কন্যা কি পুত্র জন্মিলে কি জননানন্তর সেই দিবারাত্রমধ্যে মরণ হইলে, সূতিকার স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ হইবে, অর্থাৎ যে জাতীয় স্ত্রী, সেই জাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে। ইহাতে পিতা ও সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের অশৌচ তিন প্রকার।

১। সদ্যঃ অর্থাৎ অশৌচ নাই।
২। একরাত্র অর্থাৎ মরণ দিবারাত্র।
৩। ত্রিরাত্র অর্থাৎ মরণদিনাবধি তিনরাত্র।

এই তিনপ্রকার অশৌচমধ্যে বঙ্গদেশপ্রচলিত একরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

সকুল্যাদিজ্ঞাতির অশৌচ নাই। কিন্তু ব্যবহারাধীন স্নানমাত্র করিবে।

মৃতাশৌচমাত্রেই মৎস্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। উক্ত মাসদ্বয়মধ্যে পুত্র জন্মিয়া তৎপরদিবসাবধি জননাশৌচমধ্যে মরণ হইলে পিতা ও মাতার মাত্র স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ; অন্যের অশৌচ নাই। কিন্তু কন্যা জন্মিয়া তৎপর দিবসাবধি জননাশৌচমধ্যে মরণ হইলে, সূতিকাদি কোন জ্ঞাতির অশৌচ হইবে না। স্নানের পর সকলেই শুদ্ধ হইবে।

অথ নবমাদিমাসে গর্ভনষ্টাশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—

"গর্ব্ভে যদি বিপত্তিঃস্যাৎ দশাহং সূতকীভবেৎ।(১)
পিত্রাদি সপিণ্ডানাং স্বজাত্যুক্তাশৌচবিধানং।"(১)

তদ্ভাষা—নবমমাসাবধি যে কোন মাসে, গর্ব্ভহইতে মৃত কন্যা কি পুত্র জন্মে, তাহাতে সূতিকার এবং পিত্রাদি সপিণ্ডগণের স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ। সকুল্যের ত্রিরাত্র। একাদশহইতে

চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্ত পক্ষিণী। তৎপরজ্ঞাতির একরাত্র অশৌচ হইবে। এমন স্থলে কন্যাসপিণ্ড চারিপুরুষপর্য্যন্ত স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ, তৎপর দশমপুরুষপর্য্যন্ত ত্রিরাত্রাশৌচ। ইহার পর জ্ঞাতির পক্ষিণী, তৎপর একরাত্র। এই সকল অশৌচে মৎস্যাদিভক্ষণ নিষেধ। দেশভেদে মৎস্যাদি আহারও করিয়া থাকে।

অথ নবমাদিমাসে পুত্র জননানন্তর, তদশৌচ মধ্যে মরণে, অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ। অত্র জাতমৃতে মনুঃ—

“দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমৃতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শাবাশৌচং নকর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে।”

তথাচ শঙ্খঃ—

“বালস্ত্বন্তর্দ্দশাহেতুঃ প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্যএব বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ নাশৌচং নৈবসূতকং।”(১)

তদ্ভাষা—নবমাদি মাসে, বালক জন্মিয়া তদশৌচমধ্যে মরণ হইলে, জনন দিবসাবধি পিতা ও মাতার স্বজাতীয়সম্পূর্ণাশৌচ হইবে।

এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতিগণের অশৌচমাত্রও নাই। আচারাধীন স্নানকরা কর্ত্তব্য।

অথ জননাশৌচান্তে পুত্ত্রমরণে অশৌচবিধান।

প্রমাণ—(ব্রাহ্মণ পক্ষে)

জননাশৌচ কালোত্তরস্তু কূর্ম্মপুরাণং।
অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।
জাতে দন্তে ত্রিরাত্রং স্যাৎ যদিস্যাতাঞ্চ নি-
গুর্ণৌ ॥ (১)
আদন্ত জননাৎ সদ্যঃ আচূড়াদেকরাত্রকং।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ সপিণ্ডানামুদাহৃতং॥ (১)
ব্রতচূড় দ্বিজানাস্তু প্রতীতিষু যথাক্রমং।
দশাহন্ত্র্যহ একাহৈঃ শুদ্ধ্যন্ত্যপিহি নির্গুণাঃ ॥ (১)

তদ্ভাষা। (ব্রাহ্মণ পক্ষে)

জননাশৌচান্তে ছয়মাসমধ্যে দন্ত জন্মে নাই এমন বালকের মরণ হইলে, পিতা ও মাতার একরাত্র অশৌচ। সপিণ্ডাদি জ্ঞাতিগণের অশৌচ নাই।

এই ছয় মাসমধ্যে দন্ত জন্মিয়াছে এমন বালকের মরণ হইলে, পিতা ও মাতার ত্রিরাত্রাশৌচ।

সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের একরাত্র অশৌচ। সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই। (২)

এই ছয়মাসের পর দেড়বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ জননদিবসাবধি দুই বৎসরমধ্যে বালকের মরণ হইলে পিতা ও মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ। সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের একরাত্র অশৌচ। সকুল্যাদি-জ্ঞাতির অশৌচ নাই। (৩)

এই দুই বৎসর মধ্যে বালকের চূড়া হইয়া মরণ হইলে পিতা, মাতা এবং সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের ত্রিরাত্র অশৌচ। সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই। (৪)

দুই বৎসরের পর চারি বৎসর তিনমাস মধ্যে অর্থাৎ জনন দিবসাবধি ছয় বৎসর তিনমাস মধ্যে বালকের মরণ হইলে, পিতা, মাতা এবং সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের ত্রিরাত্র অশৌচ। সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই। (৫)

এই বয়ঃক্রম মধ্যে উপনীত হইয়া মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের দশদিন অশৌচ। সকুল্য জ্ঞাতিগণের ত্রিরাত্র, একাদশ হইতে চতু-

র্দশ পুরুষীয় জ্ঞাতির পক্ষিণী। তৎপরজ্ঞাতির একরাত্র অশৌচ হইবে।

ছয়বৎসর তিন মাস বয়স অতীত হইয়া, ব্রাহ্মণপুত্রের মরণ হইলে, উপনীত হউক, কি না হউক, সপিণ্ডাদি সকল জ্ঞাতির উপরিউক্ত সম্পূর্ণাদি অশৌচ হইবে।

অথ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জননাশৌচান্তে
পুত্রমরণে অশৌচবিধান।

প্রমাণ। "ক্ষত্রিয়বিশোস্তু।" মনুঃ।

"যত্র ত্রিরাত্রং বিপ্রাণাং অশৌচং সম্প্রদিশ্যতে
তত্র শূদ্রে দ্বাদশাহঃ ষণ্ণব ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ।" (১)

ইদানীং শূদ্রতুল্যমাহ (মনুঃ)

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ।" (১)

তদ্ভাষা—

ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির অশৌচ বিধান পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অশৌচ, ইদানীং শূদ্রের ন্যায়ই প্রচলিত।

কোন কোন স্থলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি তাহাদের স্বজাতীয় অশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারও বিধান পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে,—

জননাশৌচান্তে, ছয়মাসবয়স মধ্যে দন্ত জন্মে নাই এমন ক্ষত্রিয়বালকের মরণ হইলে, পিতা ও মাতার দুইরাত্রি অশৌচ হইবে ; সপিণ্ডাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই। এইরূপ বৈশ্যবালকের মরণ হইলে পিতা ও মাতার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে ; সপিণ্ডাদিজ্ঞাতির অশৌচ নাই।

ক্ষত্রিয়বালকের ছয়মাস বয়সমধ্যে দন্ত জন্মিয়া মরণ হইলে, কি তৎপর দুই বৎসরের মধ্যে দন্ত হউক কি না হউক এমত বালক মরিলে পিতা ও মাতার ছয় রাত্রি ও সপিণ্ডগণের দুই রাত্রি অশৌচ। সকুল্যাদির অশৌচ নাই। ইহার পর এগার বৎসর বয়স মধ্যে ক্ষত্রিয়বালকের মরণ হইলে পিত্রাদি সপিণ্ডগণের ছয়রাত্রি অশৌচ হইবে। সকুল্যাদির অশৌচ নাই।

এই বয়স মধ্যে উপনয়ন হইয়া মরণ হইলে

পিত্রাদিসপিণ্ডগণ দ্বাদশরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে।

সকুল্যাদি জ্ঞাতিগণও ত্রিরাত্রাদি বিধানমতে অশৌচাদি গ্রহণ করিবে। এই বয়সের পর, যখন কেন মরণ হউক না, পিত্রাদিসপিণ্ডের বাররাত্রি অশৌচ হইবে। বৈশ্যবালকের ছয়মাস বয়সের মধ্যে দন্ত জন্মিয়া মরণ হইলে, কি তৎপর দুই বৎসরের মধ্যে দন্ত হউক, কি না হউক, এমত বালক মরিলে পিতা ও মাতার, নয়রাত্রি ও সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ, সকুল্যাদির অশৌচ নাই। ইহার পর বার বৎসর বয়সপর্য্যন্ত পিত্রাদি সপিণ্ডগণের নয়রাত্রি অশৌচ, সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই।

এই বয়সমধ্যে উপবীতি হইয়া মরিলে, পিত্রাদিসপিণ্ডগণের পনর রাত্রি অশৌচ হইবে। সকুল্যাদি জ্ঞাতিগণ ত্রিরাত্রাদি বিধানমতে অশৌচাদি গ্রহণ করিবে।

এই বয়সের পর যখন কেন মরণ হউক না, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের পনর রাত্রি অশৌচ হইবে। সকুল্যাদির ত্রিরাত্রাদি বিধান।

অথ শূদ্রজাতির জননাশৌচান্তে বালক-মরণে অশৌচবিধান।

প্রমাণ। শূদ্রস্য বিশেষমাহ। মৎস্যপুরাণং।
"ত্রিরাত্রস্তু ভবেৎ শূদ্রে ষণ্মাসোনশিশৌমৃতে।
জাতদন্তস্য শূদ্রস্যপঞ্চাহমাহ চাঙ্গিরাঃ। (১)
শূদ্রেন্তু ত্রিবর্ষান্ন্যনে মৃতেশুদ্ধিস্তুপঞ্চভিঃ।
অতঊর্দ্ধং মৃতেশূদ্রেদ্বাদশাহোবিধীয়তে। (১)
"ষড়্ বর্ষান্তমতীতোযঃ শূদ্রঃসংম্রিয়তে যদি।
মাসিকন্তুভবেৎশৌচমিত্যাঙ্গিরসভাষিতং।" (১)

তদ্ভাষা—

শূদ্র জাতিতে জননাশৌচের পর ছয়মাস বয়স মধ্যে দন্ত না জন্মিয়া বালকের মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ। দন্ত জন্মিয়া মরণ হইলে পিত্রাদি সপিণ্ডগণের পাঁচ রাত্রি অশৌচ। সকুল্যাদি জ্ঞাতিগণের অশৌচ নাই।

ছয় মাসের পর দেড়বৎসর মধ্যে অর্থাৎ জনন দিবসাবধি দুই বৎসরের মধ্যে চূড়া নাহইয়া, শূদ্রবালকের মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের পাঁচ রাত্রি অশৌচ।

এইকালে চূড়া হইয়া বালকের মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের বাররাত্রি অশৌচ।

দুই বৎসরের পর চারিবৎসর মধ্যে অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়স মধ্যে শূদ্র বালকের মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের বারদিন অশৌচ। সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ নাই।

ছয় বৎসরের পর শূদ্র বালকের মরণ হইলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের ত্রিশদিন অশৌচ হইবে। সকুল্যজ্ঞাতিগণের ত্রিরাত্র।

একাদশ হইতে চতুর্দ্দশপুরুষীয় জ্ঞাতির পক্ষিণী ও তৎপরজ্ঞাতির একরাত্রি অশৌচ হইবে।

ছয় বৎসর মধ্যে, যে কোন সময়েই হউক, বিবাহ করণানন্তর বালক মরণে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের ত্রিশরাত্র অশৌচ হইবে।

সকুল্যের ত্রিরাত্র, একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষীয় জ্ঞাতির পক্ষিণী ও তৎপর জ্ঞাতির এক রাত্রি অশৌচ হইবে।

অথ গর্ভের নবমমাসাবধি কন্যাজননানন্তর মরণে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—

"আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্রকন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ" (১)
"ততো বাগ্দান পর্য্যন্তং যাবদেকাহমেবহি।
অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতিনিশ্চয়ঃ।" (১)
"বাক্ প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
পিতুর্ব্বরস্যচততো দত্তানাং ভর্ত্তুরেবহি।"
"স্বজাত্যুক্তমশৌচংস্যাৎ সূতকে মৃতকেপিবা" (১)

সোদরে বিশেষঃ।

"আদন্তাৎ সোদরে সদ্যঃ আচূড়াদেকরাত্রকং।
আপ্রদানাৎ ত্রিরাত্রংস্যাৎ দশরাত্রমতঃপরং।" (১)

তদ্ভাষা।—কন্যাজননদিবসাবধি দুই বৎসর মধ্যে মরণে পিতা, মাতা ও জ্ঞাতি প্রভৃতির সদ্যঃশৌচ। অর্থাৎ অশৌচ নাই।

দুই বৎসরের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্রাদি সপিণ্ডগণের একরাত্রি অশৌচ হইবে। এরূপস্থলে যদি যথাবিধানে বিবাহের বাগ্দান

হইয়া কন্যার মরণ হয়, তাহা হইলে পিত্রাদি সপিণ্ড জ্ঞাতির ও ভবিষ্যৎভর্ত্তৃসপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

(সহোদর ভ্রাতার পক্ষে)

কন্যার জননাবধি ছয়মাসমধ্যে দন্ত না জন্মিয়া মরণ হইলে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ অশৌচ নাই। ইহাতে দন্ত জন্মিয়া মরণ হইলে একরাত্রাশৌচ হইবে।

ছয় মাসের পর দেড় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ জননদিবসাবধি দুই বৎসরের মধ্যে চূড়া না হইয়া কন্যার মরণ হইলে একরাত্রাশৌচ। চূড়া হইয়া মরণ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

দুই বৎসরের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সহোদরের ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।

সকুল্যাদি জ্ঞাতিগণের কন্যাজনন ভিন্ন মরণে অশৌচ হয় না।

অথপ্রসূতা স্ত্রীর অশৌচবিধান।

(ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পক্ষে)

প্রমাণ—

প্রসব এব জনন্যা অশৌচমাহপৈঠীনসিঃ।

সূতিকাং পুত্রবতীং স্নাতাং বিংশতিরাত্রেণ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি কারয়েৎ মাসেন স্ত্রীজননীমিতি। অত্র মতুপা নির্দ্দেশো বিদ্যমান পুত্রার্থঃ। তৎসাহচর্য্যাৎ স্ত্রীজনন্যা অপি তথা কল্প্যতে। শূদ্রাণাস্তু উভয়োর্জননে মাসেন সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।

তদ্ভাষা—

পুত্র জন্মিয়া জীবিত থাকিলে, ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার বিংশতি রাত্রি অশৌচ হয়। ইহাতে অশৌচ মধ্যে মরণ হইলে বিশেষ অশৌচ উল্লিখিত আছে। (নবমাদিমাসে পুত্র জননানন্তর তদশৌচমধ্যে মরণে অশৌচবিধান প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

কন্যা জন্মিয়া জীবিত থাকিলে ত্রিশদিন অশৌচ। ইহাতে মরণ হইলে বিশেষ অশৌচ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (গর্ভের নবমমাসাবধি কন্যাজননানন্তর মরণে অশৌচবিধান প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

(শূদ্রার পক্ষে)

পুত্র কি কন্যা জন্মিয়া, জীবিত থাকিলে, ত্রিশদ্দিন অশৌচ হইবে।

এই অশৌচমধ্যে, পুত্রের মরণহইলে, জনন-দিনাবধি ত্রিশদিন অশৌচ। কিন্তু কন্যামরণে, স্নানের পরই শুদ্ধ হইবে।

অথ জননাবধি দুইবৎসর বয়সপর্য্যন্ত পুত্র, কি কন্যা মরণে, দাহ নিষেধবিধান।

(ব্রাহ্মণপক্ষে)

প্রমাণ—

"অনতীত দ্বিবর্ষোপি মৃতোযত্রাপি দহ্যতে।
অশৌচং ব্রাহ্মণানাস্তু ত্রিরাত্রং তত্র বিদ্যতে।" (১)

হারলতা—

(ক্ষত্রিয়বৈশ্যপক্ষে)

"রাজ্ঞামেকাদশাহস্তু বৈশ্যানাং দ্বাদশাহিকং।" (১)

(শূদ্রপক্ষে)

প্রমাণং—আদিত্যপুরাণং।

"অনতীত দ্বিবর্ষেতু কন্যাপত্যং দহেদ্ যদি।
বিংশত্যা দিবসেনৈবশূদ্রঃশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।" (১)

তদ্ভাষা—

দুই বৎসর বয়স অতীত না হইয়া, কন্যা, কি পুত্রের মরণ হইলে, তাহাকে দাহ না করিয়া,

তীর্থস্থলে, নতুবা বৃক্ষমূলে মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহার অশৌচবিধান পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। (নবমাদিমাসে পুত্র জননানন্তর তদশৌচ মধ্যে মরণে অশৌচ বিধানাদি প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

যদি দৈবাৎ দুই বৎসর বয়স মধ্যে কন্যা কি পুত্র দাহ করে, তাহাহইলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র, ক্ষত্রিয়ের এগার রাত্রি বৈশ্যের বাররাত্রি ও শূদ্রের বিংশতি রাত্রি অশৌচ হইবে।

ইহাতে পূরক পিণ্ডাদি কিছুই নাই।

অথ সংশয়াশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে।)

ভাষা—

কোন স্ত্রীর দ্বিতীয়, কি তৃতীয়মাসে, গর্ভহইতে মৃত সন্তান জন্মিয়াছে, কোন্ মাসে হইয়াছে নিশ্চয় করা যায় না; এমন স্থলে দ্বিতীয় মাসের বিধানমতে অশৌচ বলিতে হইবে।

এইরূপ, তৃতীয়, কি চতুর্থ মাস সংশয়ে,

চতুর্থ, কি পঞ্চম মাস সংশয়ে, পঞ্চম কি ষষ্ঠ মাস সংশয়ে, ষষ্ঠ, কি সপ্তম মাস সংশয়ে, এবং ব্রাহ্মণ বালকের ছয় বৎসর তিন মাস কি চারিমাসবয়স্ক হইয়া মরণসংশয়ে ও শূদ্র বালকের পূর্ণ ছয়বৎসর কি মাসাধিক ছয় বৎসরবয়স্ক হইয়া মরণ সংশয়ে সেই সংশয় নিবারণার্থ এই সকলের পূর্ব্বমাস ধরিয়া, বিধান বলিতে হইবে।

এইরূপ দিন, মাস, কাল ও বৎসর লইয়া নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তখন পূর্ব্ব দিন, পূর্ব্ব মাস, পূর্ব্ব কাল ধরিয়া বিধান বলিতে হইবে।

কেহ বলেন, সংশয়স্থলে অশৌচমাত্রও হইবে না। ইহাতে কোন শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা থাকিলে তাহা কৃষ্ণা একাদশীতে, কি অমাবস্যায় করিবে।

অথ শঙ্করাশৌচবিধান।

ভাষা—

সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভ পতনাশৌচাবধি সাধারণ মরণাশৌচ ও জননাশৌচ, এই দুই অশৌচের পরস্পর যোগ হইলে, তাহাকে শঙ্করা-

শৌচ বলে। ইহাভিন্ন যতরূপ অশৌচ, তাহাদের সহিত অপর অশৌচের যোগ হইলে, শঙ্কর হয় না। বিশেষতঃ জননে, কি মরণে যে সদ্যঃশৌচ উপস্থিত হইবে, কি ছয়মাসে স্ত্রীর গর্ভস্রাবাশৌচ উপস্থিত হইবে, তাহার সহিতও শঙ্করাশৌচ পরিগণিত হয় না।

শঙ্করে, মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়া উঠে। ইহাতে অতিশয় বিবেচনার আবশ্যক।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—মনুসংহিতা—

"অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎস্যাদশুচির্বিপ্রোযাবত্তৎস্যাদনির্দ্দশং।" (১)

তথাচ বৌধায়নঃ—

অথ চেদ্দশরাত্রাঃ সন্নিপাতেয়ুরাদ্যং দশরাত্রমানবমাদিতি। (১)

আনবমাদিতি যদুক্তং তদুপান্ত্যদিনপরং। দশরাত্রমিতি স্বজাত্যুক্তাশৌচপরং।

শঙ্খঃ—

সমানাশৌচং প্রথমে প্রথমেন সমাপয়েৎ।
অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচো যথা (১)

অঘবৃদ্ধিমদাশৌচে বিশেষমাহ কৌর্ম্মে—

"অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেত্তেন শুদ্ধ্যতি।
অথচেৎ পঞ্চমী রাত্রিমতীত্য পরতো ভবেৎ। ১

পঞ্চমী রাত্রিমিতি স্বজাত্যুক্তাশৌচার্দ্ধপরং। অঘবৃদ্ধিমত্ত্বন্তু সপিণ্ডজননাশৌচাপেক্ষয়া স্বপুত্রজননাশৌচে জ্ঞেয়ং। এবং সপিণ্ডমরণাশৌচাপেক্ষয়া, পিতৃমাতৃভর্ত্তৃমরণাশৌচেঽপি।

মরণোৎপত্তি যোগেতু গরীয়ো মরণং ভবেৎ (১)
এবঞ্চ বহুকালব্যাপকাশৌচস্য গুরুত্বং।

যথা উশনাঃ—

স্বল্পাশৌচস্য মধ্যেতু দীর্ঘাশৌচং ভবেদ্ যদি।
নতু পূর্ব্বেণ শুদ্ধিঃস্যাৎ স্বকালেনৈব শুদ্ধ্যতি (১)

তদ্ভাষা—

শঙ্করাশৌচে লঘুগুরুভেদে অশৌচ বিধান। গুরু অশৌচ পাঁচপ্রকার।—

১। দিন গণনাতে যে অশৌচ অধিক দিন হইবে, সে অশৌচ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু।

২। দিনগণনাতে সমান হইলে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ এই দুইয়ের মধ্যে মরণাশৌচ গুরু।

৩। সপিণ্ডমরণাশৌচ ও পিতৃমাতৃভর্ত্তৃ মর-

ণাশৌচ এই সকল অশৌচমধ্যে, পিতা, মাতা ও পতির মরণাশৌচ গুরু।

৪। সপিণ্ডজননাশৌচ ও স্বপুত্রজননাশৌচ এই দুইয়ের মধ্যে স্বপুত্রজননাশৌচ গুরু।

৫। অন্য সপিণ্ডমরণাশৌচ না থাকিয়া এক দিনে সপিণ্ড জ্ঞাতি, দুই কি অধিক জনের মরণ হইলে, ইহাও গুরু।

কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে পিতামাতা যেরূপ মহাগুরু, সেইরূপ যজ্ঞসূত্রদাতা সপিণ্ড জ্ঞাতি ও মহাগুরু বলিয়া পরিগণিত।

ইহার অশৌচশঙ্করেও মতান্তর আছে।

লঘু অশৌচ যত, সকলই গুরু অশৌচের অধীন হইয়া থাকে। বিশেষ সপিণ্ডমরণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতা কি মাতার মরণ হইলে, এই স্থলে গুরু অশৌচ, লঘু অশৌচের অধীন হইয়া যায়। কোন সময়েই অধীনাশৌচ গুরু হইতে পারে না। অশৌচান্তদিন বলিয়া যে সকল স্থানে উল্লেখ আছে সেই স্থানে প্রকৃত অশৌচের শেষ দিন ধরিতে হইবে, অর্থাৎ অশৌচান্তে ক্ষৌরকর্ম্মের দিবস।

(সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষসাধারণ পক্ষে)

পূর্ব্বার্দ্ধ এবং শেষার্দ্ধগণনা।

সম্পূর্ণাশৌচের দিন গণনাতে যত দিন হইবে তাহাকে দুইভাগ করিয়া, পূর্ব্বেরভাগের যে কয়দিন তাহাকে অশৌচপূর্ব্বার্দ্ধ এবং পরের ভাগের যে কয়েকদিন তাহাকে অশৌচশেষার্দ্ধ বলে। স্থলভেদে পূর্ব্বার্দ্ধও পরার্দ্ধের বিবেচনা আবশ্যক। যথা সপিণ্ড মরণাশৌচের মধ্যে যদি পিতা, কি মাতা, কি পতির মরণ হয়, তখন পূর্ব্বের অশৌচের কোন্ ভাগে পিত্রাদির মরণ হইয়াছে, তাহা ধরিয়া বিধান বলিতে হইবে।

তদ্‌যথা—

সম্পূর্ণাশৌচী জ্ঞাতির মরণাশৌচের মধ্যে যতকেন তত্তুল্য, কি তন্ন্যূন, অশৌচ উপস্থিত হউক না, সকলেরই পূর্ব্বের অশৌচের সহিত অশৌচনিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শেষার্দ্ধে মৃতব্যক্তির স্ত্রীপুত্রগণকে পরমরণদিবসাবধি অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। (১)

এক ব্যক্তির পিতৃমরণাশৌচ মধ্যে মাতৃমরণ কি মাতৃমরণাশৌচ মধ্যে, পিতৃমরণ হইলে, পু-

ভ্রাদি তাবৎ জ্ঞাতি; পূর্ব্বমরণাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। (২)

(ব্রাহ্মণ পক্ষে)

পিতা, মাতা এবং উপনয়নদাতা সপিণ্ড জ্ঞাতি এই তিনজন তুল্য মহাগুরু। যেস্থলে 'পিতা ও মাতা, বলিয়া বিশেষ বিধান উল্লিখিত আছে, সে স্থানে সপিণ্ড আচার্য্যগুরুর মরণ হইলেও সেইরূপ অশৌচ হইবে। (৩)

একদিনে সপিণ্ড জ্ঞাতিদ্বয়ের কি অনেকের মরণ হইলে, সে অশৌচ মধ্যে, দিন সংখ্যাতে অধিক না হইয়া যত প্রকার অশৌচ উপস্থিত হইবে, তাহাতে সকল জ্ঞাতি পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। পুত্রাদি পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ বিবেচনা করিবে না ; কারণ একদিনে সপিণ্ডজ্ঞাতিদ্বয়ের কি অনেকের মরণ হইলে, নিতান্ত গুরু অশৌচ হয়। (৪)

গুরু অশৌচ পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া, তদশৌচ মধ্যে, যত প্রকার লঘু অশৌচ উপস্থিত হইবে, তাহাতে তাবৎ অশৌচ পূর্ব্বাশৌচান্তে নিবৃত্ত হইবে। (৫)

এক সপিণ্ড জ্ঞাতিমরণের অশৌচান্ত দিনে, যদি তত্তুল্যাশৌচী অপর সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ হয়, তাহাহইলে আর দুইদিন অধিক অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপর দিনে জ্ঞাতিগণ শুদ্ধ হইবে।

ইহাতে যদি পূর্ব্ব অশৌচান্তদিনের রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে তত্তুল্য অশৌচ উপস্থিত হয়, তবে জ্ঞাতিগণ তিনদিন অধিক অশৌচ গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ পূর্ব্বমৃতব্যক্তির স্ত্রীপুত্র পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে।

পরমৃতব্যক্তির স্ত্রীপুত্র, পরাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে; কারণ সপিণ্ডজ্ঞাতি মরণাপেক্ষা পিতা, মাতা ও ভর্ত্তার মরণ গুরু হইয়াছে। ইহাতে অধিকাশৌচ হইবে না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সম্পূর্ণাশৌচী জ্ঞাতিমরণাশৌচের অন্তদিনে, তত্তুল্য অশৌচ উপস্থিত হইয়া, দুইদিন অধিক অশৌচ হইলে, তৎপর সেই দিবারাত্র মধ্যে তত্তুল্য অশৌচী জ্ঞাতির মরণ হইলে, আর দুই কি তিন

দিন অধিক অশৌচ হইবে না। কারণ অন্তদিনে প্রথম যে অশৌচ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই দুইদিন অধিক হইয়া, নিতান্ত গুরু অশৌচ হইয়াছে। (৬)

পিতার মরণাশৌচের অন্তদিনে মাতার মরণ, কি মাতার মরণাশৌচের অন্তদিনে পিতার মরণ, এমন স্থলে স্ত্রী, পুত্র ও সপিণ্ডগণের দুইদিন অধিক অশৌচ হইবে। তৎপর দিনে শ্রাদ্ধাদি করিবে। এইরূপ যদি অন্তদিনের রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে অশৌচ উপস্থিত হয়, তবে তিন দিন অধিকাশৌচ হইবে। (৭)

পূর্ব্বপ্রকার দুই কি তিনদিন অধিকাশৌচমধ্যে যদি পিতা, কি মাতার মরণ, কি অন্য কোন প্রকার উক্তসংখ্যার ন্যূন অশৌচ উপস্থিত হয়, তবে সকলে পূর্ব্ব দীর্ঘাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। কারণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাশৌচ গুরু। (৮)

দুই কি তিনদিন যে অধিকাশৌচ হয়, ইহা কেবল স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচস্থলে, ইহাভিন্ন খণ্ডাশৌচান্তে অধিক হইবে না। (৯)

একজন সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণের পরদিনে

পিতৃমরণ, তাহার পর পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে মাতৃমরণ হইলে, মাতৃমরণাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। কিন্তু সপিণ্ডাদি জ্ঞাতিগণ পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে, কারণ অধীনাশৌচ কখনও গুরু হয় না।

একজন ত্রিরাত্রাশৌচীর মরণ, কি জনন দিবসের পর সে অশৌচ মধ্যে, কোন সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ হইলে দীর্ঘকালাশৌচ গুরু বলিয়া সপিণ্ডমরণাশৌচান্তে সকলে শুদ্ধ হইবে। (১০)

পূর্ব্বরূপ অশৌচ মধ্যে পুনর্ব্বার যত কেন অশৌচ উপস্থিত হউক না; পুত্রাদি সমস্ত জ্ঞাতি পূর্ব্ব সপিণ্ডমরণাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। কারণ পূর্ব্ব সকুল্যমরণ, তৎপর সপিণ্ডমরণ, উভয় মিলিত হইয়া, দিন সংখ্যায় অধিকাশৌচ হইয়াছে। যদি ইহাহইতে দিনসংখ্যায় অধিক অশৌচ উপস্থিত হয়; তবে যাহার যেই অশৌচ সংখ্যায় অধিক, তাহার সেই অশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। (১১)

একজন সপিণ্ডজ্ঞাতির জননাশৌচের পরদিনাবধি অশৌচমধ্যে অপর সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ হইলে, মরণাশৌচান্তে পুত্রাদি জ্ঞাতিগণ শুদ্ধ

হইবে। জনন ও মরণ এই দুইয়ের মধ্যে মরণাশৌচ গুরু।

এই অশৌচমধ্যে দিনসংখ্যায় তুল্য কি ন্যূন যত কেন অশৌচ উপস্থিত হউক না, সকলেই পূর্ব্ব সপিণ্ডমরণাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। কারণ পূর্ব্ব জননাশৌচ ও মরণাশৌচ উভয় মিলিত হইয়া দীর্ঘকালাশৌচ হইয়াছে। (১২)

একদিনে এক সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণানন্তর পিতা, কি মাতা, একের মরণ হইয়াছে, এই অশৌচের অন্তদিনে পিতা কি মাতা ইহার অপরের মরণ হইলে, পুত্রের মাত্র দুইদিন অধিক অশৌচ হইবে।

পূর্ব্বমৃতব্যক্তির স্ত্রীপুত্রাদি সপিণ্ডগণের দুই কি তিনদিন অধিকাশৌচ হইবে না। কারণ এক দিনে সপিণ্ডদ্বয়ের মরণ হইয়া, পূর্ব্বাশৌচ গুরু হইয়াছে। (১৩)

একদিনে সপিণ্ডজ্ঞাত দুই কি অনেকের মরণ হইয়াছে, এই অশৌচের অন্তদিনে, পিতা কি মাতা একের মরণ হইলে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের দুইদিন অধিক অশৌচ হইবে। রাত্রি চারিদণ্ড

থাকিতে মরণ হইলে, তিন দিন অধিক হইবে। এমন স্থলে অন্য জ্ঞাতির অধিক অশৌচ হইবে না। (১৪)

পিতা কি মাতার মরণাশৌচের অন্তদিনে, দুই কি অধিক সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ হইলে, তাহার অধিক অশৌচ হইবে না; পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। কিন্তু সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের দুইদিন অধিক অশৌচ হইবে। পরমৃতব্যক্তির স্ত্রীপুত্রগণ পরমরণাবধি, পুনর্ব্বার স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে। (১৫)

পিতা কি মাতা একজনের মরণের পর সেই দিবারাত্র মধ্যে এক কি অধিক সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ হইয়াছে, সে অশৌচান্তদিনে পিতা, কি মাতা, ইহার অপরের মরণ হইলে, পুত্রাদি সপিণ্ড কাহারও অধিকাশৌচ হইবে না, সকলেই পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে।

কেহ২ বলেন, এমন স্থলে পুত্রের মাত্র দুই দিন, কি তিনদিন অধিকাশৌচ হইবে। (১৬)

যে কোনরূপ ত্রিরাত্রাশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার ত্রিরাত্রাশৌচ উপস্থিত হইলে লঘুগুরু বিবেচনা করিয়া, যদি পরের অশৌচ কোনরূপে গুরু হয়,

তবে পরাশৌচান্তেই শুদ্ধি হইবে। পূর্ব্বাপর অশৌচ তুল্য হইলে, কি পূর্ব্বের অশৌচ গুরু হইলে, পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। এই ত্রিরাত্রাশৌচের বিধানানুসারে সমুদয় খণ্ডাশৌচও ধরিতে হইবে। (১৭)

(ব্রাহ্মণীর পক্ষে)

সপিণ্ডমরণের দশমদিনে পতির মরণ হইলে, তৎপর পতির মরণাবধি দশদিনের মধ্যে, পুত্র কি কন্যা জন্মিলে, জননাবধি স্বকীয়াশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। কারণ সূতিকার জননাশৌচ দীর্ঘকাল বিধায়, গুরু হইয়াছে। (১৮)

(শূদ্রারপক্ষে)

সপিণ্ডজ্ঞাতির মরণ হইয়াছে, সে অশৌচ মধ্যে, স্বপুত্রজন্মিলে, কি জননান্তর মরণ হইলে, পূর্ব্বের অশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। (১৯)

(ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পক্ষে)

সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ হইয়াছে, সে অশৌচ মধ্যে কন্যা জননানন্তর মরণ হইলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মিয়া মরণ হইলেও পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। (২০)

স্বপুত্র জননেরপর, এই অশৌচমধ্যে বিংশতি রাত্রাশৌচের ন্যূন যত কেন অশৌচ উপস্থিত হউক না, সকলই পুত্রজননাশৌচের সহিত শেষ হইবে। (২১)

(সাধারণ স্ত্রীর পক্ষে)

সপত্নীপুত্র জননাশৌচের অন্তদিনে, যদি অপর সপত্নীপুত্র জন্মে, তবে দুই, কি তিনদিন অধিক অশৌচ হইবে। এই অধিকাশৌচের মধ্যে উক্ত সংখ্যার ন্যূন যত প্রকার অশৌচ উপস্থিত হইবে, সকলই অধিকাশৌচান্তে শেষ হইবে। (২২)

সপ্তম কি অষ্টম মাসে, গর্ভ হইতে মৃত সন্তান জননের অশৌচান্তদিনে, যদি সপিণ্ড জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তবে যথাসম্ভব দুই, কি তিন দিন অধিকাশৌচ হইবে। এই অধিকাশৌচের মধ্যে যত অশৌচ উপস্থিত হইবে, সকলই অধিকাশৌচান্তে নিবৃত্ত হইবে। (২৩)

সপিণ্ডজননাশৌচের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভনষ্টাশৌচ কি গর্ভপাতাশৌচ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব জননাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। ইহাতে যদি পূর্ব্বজননাশৌচের অন্তদিনে, পুনর্ব্বার জননাশৌচ উপস্থিত

হয়, তবে যথাসম্ভব দুই কি তিনদিন অধিকাশৌচ হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব কি পর সূতিকা, স্বীয় স্বীয় অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। সপ্তমমাসীয় গর্ভপাতাশৌচাবধি মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ। (২৪)

অশৌচভ্রমবিষয়ক বিধি।

এক সপিণ্ড জ্ঞাতির বিদেশে অমুকদিনে মরণ হইয়াছে, ইহা শ্রবণের পর এই অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতা কি মাতার একজনের মরণ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে যদি নিশ্চয় জানা হয়, বিদেশে সপিণ্ডমরণ হয় নাই, কি দৈবাৎ সে উপস্থিত হয়; তবে পূর্ব্ব ভ্রমাশৌচ গণ্য না করিয়া, পিতা কি মাতার মরণাবধি স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে। ভ্রমাশৌচের বিনাশে, পর মরণাশৌচের নাশ হইবে না।

কেহ বলেন, ভ্রমাশৌচের নাশ হইলে, পর মরণাশৌচের অবশ্য নাশ হইবে, তৎপর দিনে শ্রাদ্ধাদি করিবে। কেহ বলেন, তখন শ্রাদ্ধ না করিয়া কৃষ্ণা একাদশীতে, কি অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবে না। (২৫)

অশৌচের ক্রমভাদিবিষয়ক বিধান।

এক সপিণ্ডের বিদেশে মরণ হইয়াছে, তাহা শুনাযায় নাই, ঐ অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে একব্যক্তির পিতার মরণ হইয়াছে; এরূপস্থলে পূর্ব্ব অশৌচের শেষদিনে নিশ্চয় জানা গেল যে, বিদেশে অমুকের মরণ হইয়াছে। তখন তৎপরদিনে সকলেই শুদ্ধ হইবে এবং শ্রাদ্ধাদি করিবে। (২৭)

অশৌচান্ন ভোজনস্থলে।

কোন ব্যক্তির পিতা কি মাতার মরণাশৌচের প্রথমদিনে এক ব্যক্তি তদশৌচান্ন ভোজন করিয়াছে, এই অশৌচ মধ্যে; অশৌচান্ন ভোজীর পিত্রাদি জ্ঞাতি মরণ, কি অন্য প্রকার অশৌচ উপস্থিত হইলে, সকল অশৌচ, ভোজন নিমিত্ত অশৌচান্তে নিবৃত্ত হইবে। কারণ মহাগুরু মরণাশৌচীর অন্ন ভোজন করাতে, তত্তুল্য অশৌচ উপস্থিত হইয়াছে; এতন্মধ্যে যত অশৌচ উপস্থিত হয় সকলই পূর্ব্ব অশৌচের অধীন।

যদি অশৌচের উপস্থিতি দিনে অন্ন ভোজন

না করিয়া তৎপর দিনাদি অশৌচমধ্যে ভোজন করে, তবে অশৌচ সংখ্যাতে মাত্র ন্যূন হইবে। এই ন্যূন অশৌচে দীর্ঘাশৌচের নিবৃত্তি হইবে না। তত্তুল্য কি তন্ন্যূন অশৌচের অবশ্য নিবৃত্তি হইবে। (২৮)

এক ব্যক্তি অপর সপিণ্ড জননাশৌচীর অন্ন, অশৌচের উপস্থিতি দিনে ভোজন করিয়াছে, এই অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে ভোজনকারীর পুত্র জন্মিলে, পূর্ব্বজননাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। ভোজনকারীর সপিণ্ডগণ তৎপুত্র জননাবধি অশৌচ ধারণ করিবে। এমন স্থলে অশৌচান্ন ভোজনকারী এক, কি অধিকদিন পরে অশৌচান্ন ভোজন করিলে, পুত্র জননাশৌচ, পূর্ব্বাশৌচান্তে শেষহইবে না।২৯

জনন কি মরণাশৌচী কোন ব্যক্তি, কোন কারণে অশৌচের নিয়মিত কালের পূর্ব্বে শুচি হইলে, তদন্নভোজী অশুচিব্যক্তি তৎসঙ্গে শুচি হইবে। যথা—কন্যা জননাশৌচীর অন্ন ভোজন করিয়া কোন ব্যক্তি কিয়ৎকাল, কি অধিককাল অশৌচ ভোগ করার পর সেই অশৌচ মধ্যে সেই কন্যার মরণ হইলে পূর্ব্বাশৌচীর সঙ্গে অশৌচান্ন

ভোজী শুদ্ধ হইবে। কিন্তু মূলাশৌচীর অশৌচ কোন কারণে বৃদ্ধি হইলে অন্নভোজীর অশৌচ বৃদ্ধি হইবে না। (৩০)

জননাশৌচেও এই প্রকার লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া বিধান করিতে হইবে। কিন্তু স্থল বিশেষে কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে।

সপিণ্ড জননাশৌচের মধ্যে যত কেন তত্তুল্য কি তন্ন্যূন জননাশৌচ উপস্থিত হউক না, সকলই পূর্ব্বের অশৌচান্তে শেষ হইবে। কিন্তু শেষার্দ্ধে যে সপিণ্ড জন্মিয়াছে, তাহার পিতা, পুত্র জননাবধি স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে। এরূপ স্থলে প্রত্যেক সূতিকার স্বীয় স্বীয় অশৌচান্তে অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। কারণ সূতিকার স্বকীয়াশৌচ নিতান্ত গুরু। কেহ বলেন. শূদ্রসূতিকার স্থলে সপিণ্ড জননাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধ, শেযার্দ্ধ বিবেচনা করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে, পূর্ব্বাশৌচান্তে অশৌচত্যাগ হইবে; পরার্দ্ধে হইলে, স্বকীয়াশৌচান্তে অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। (৩১)

এক সপিণ্ড জননাশৌচের অন্তদিনে, যদি অপর সপিণ্ড জন্মে, তবে সকল সপিণ্ড জ্ঞাতির

দুই দিন অধিকাশৌচ হইবে। অন্তদিনের রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে হইলে, তিনদিন অধিক অশৌচ হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব ও পর জাতকের পিতার অধিকাশৌচ না হইয়া স্বীয় স্বীয় অশৌচান্তে অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। এই অধিকাশৌচের মধ্যে যদি অন্য সপিণ্ডের জন্ম, কি মরণ হয় তাহা হইলে, সকল জ্ঞাতি এবং মৃত ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রগণ পূর্ব্ব অধিকাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাশৌচ গুরু হইয়াছে। (৩২)

স্বপুত্র জননাশৌচের অন্তদিনে যদি পুনর্ব্বার স্বপুত্র জন্মে, তবে পিতা ও সপিণ্ডগণের দুইদিন অধিকাশৌচ হইবে। পূর্ব্ব ও পরসূতিকা স্বীয় স্বীয় অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। (৩৩)

(ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পক্ষে)

কন্যা, কি পুত্র জননের পর তত্তুল্য কি তন্ন্যূন মরণ কি জননাশৌচ, যত কেন উপস্থিত হউক না, সকল অশৌচ স্বীয় স্বীয় অশৌচান্তে শেষ হইবে। এই সকল স্ত্রীর স্বকীয়াশৌচ নিতান্ত গুরু হইয়াছে। (৩৪)

(শূদ্রার পক্ষে)

পুত্র কি কন্যা জননের পর যত কেন জননাশৌচ উপস্থিত হউক না, স্বকীয়াশৌচান্তে নিবৃত্ত হইবে। এই অশৌচ মধ্যে যদি সম্পূর্ণ মরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তবে সূতিকাদি সকল জ্ঞাতি মরণদিনাবধি অশৌচ গ্রহণ করিবে। (৩৫)

সপিণ্ড জননাশৌচের অন্তদিনে অপর সপিণ্ড জনন হইলে, দুইদিন অধিক অশৌচ হইবে। এই অধিকাশৌচের মধ্যে, যদি পুত্র, কি কন্যা জন্মে, কি কোন জ্ঞাতি, কি পতির মরণ হয়, তবে পূর্ব্ব অধিকাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাশৌচ গুরু। (৩৬)

এক সকুল্যজ্ঞাতির জনন কি মরণাশৌচের পর দিনাবধি এই অশৌচ মধ্যে সপত্নী পুত্র, কি সপিণ্ড জনন হইলে, তৎপর এই অশৌচ মধ্যে পতির, কি সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ ও তাহার পর সপত্নী পুত্র কি সপিণ্ড জাতকের মরণ হইলে, তৎক্ষণাৎ সকল অশৌচ নিবৃত্তি হইবে। তৎপর দিনে পতির শ্রাদ্ধাদি করিবে। কারণ পূর্ব্বের ত্রিরাত্রাশৌচ ও সম্পূর্ণাশৌচ উভয় মিলিত হ-

ইয়া, দীর্ঘকালাশৌচ নিতান্ত গুরু হইয়াছে। এই গুরু অশৌচের পর যত প্রকার অশৌচ উপস্থিত ছিল, সকলই পূর্ব্ব দীর্ঘাশৌচের অধীন। ইহাতে পূর্ব্ব জাতকের মরণে, দীর্ঘাশৌচের নাশ হইয়াছে। এই দীর্ঘাশৌচের নাশে সকল অধীনাশৌচ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া গেল। (৩৭)

এক সপিণ্ডজননাশৌচ মধ্যে অপর সপিণ্ডের স্ত্রীর নবমাদি মাসে গর্ভহইতে মৃত সন্তান জন্মিয়াছে, এমন স্থলে পূর্ব্ব জননাশৌচের পর, সূতিকা সহিত সকলজ্ঞাতি শুদ্ধ হইবে। ইহাতে মৎস্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। দেশভেদে মৎস্যাদি আহারও করিয়া থাকে। ৩৮)

সদ্যঃ ও একরাত্রাশৌচভিন্ন খণ্ডাশৌচের উপস্থিতি দিনের পর তদশৌচমধ্যে সপিণ্ড জনন হইলে, এই জননাশৌচের মধ্যে অপর সপিণ্ডের জনন, কি মরণ, কি পিতা, মাতা একের মরণ হইলে, তৎপর যদি পূর্ব্বজাতকের মরণ হয়, তবে জাতকের পিতা ও মাতার জননদিনাবধি স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ থাকিয়া, অন্য জ্ঞাতিগণের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হইবে। এরূপ স্থলে জাতকভিন্ন

যাহার মরণ হইয়াছে, তাহার স্ত্রী পুত্রগণ তৎ-পর দিনে শ্রাদ্ধাদি করিবে (৩৯)।

খণ্ডাশৌচী-জ্ঞাতির জননের পরদিনাবধি অ-শৌচমধ্যে গর্ভের সপ্তম, কি অষ্টমমাসীয় সপিণ্ড জননের পর সেইদিনে পিতা, কি মাতার একের মরণ হইয়াছে, তদ্দিনে সপিণ্ডবালকের মরণ হ-ইলে, পুত্রাদি সপিণ্ডগণ পিতৃমরণাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। (৪০)

(যমজের উৎপত্তি স্থলে)

কন্যা পূর্ব্বে জন্মিয়া পরে পুত্র জনন হইলে, তখন পূর্ব্বাশৌচে কন্যাসপিণ্ড সহিত সকলে শুদ্ধ হইবে। এরূপ স্থলে যদি কন্যার মরণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সূতিকাসহিত সকল জ্ঞাতি শুদ্ধ হইবে। (৪১)

পুত্র জননের পর যদি কন্যা জন্মে, তবে স-কলজ্ঞাতি পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। সূতিকার কন্যাজননাবধি ত্রিশদিন অশৌচ হইবে। সূতিকার কন্যাজননাবধি ত্রিশদিন অশৌচ হইবে। শূদ্র সূ-তিকার উভয় অশৌচ তুল্য। এরূপ স্থলে যদি বালকের মরণ হয়, তবে পিতার স্বজাতীয় সম্পূ-

র্ণাশৌচ। জ্ঞাতিগণের অশৌচ নাই। সূতিকার ত্রিংশদিন অশৌচ হইবে।

(শূদ্র স্থলে)

পিতা ও মাতার ত্রিংশদিন অশৌচ হইবে। অন্যের অশৌচ থাকিবে না। (৪২)

যমজ পুত্র জন্মিয়া, পূর্ব্ব পুত্রের মরণ হইলে, সকল জ্ঞাতি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। পিতা ও মাতার জননদিনাবধি স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। (৪৩)

দুই কন্যার উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্ব কন্যার মরণ হইলে, সূতিকাদি সকল জ্ঞাতি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। (৪৪)

অগ্রে পুত্র ও পরে কন্যা উৎপন্ন হইয়া, তদশৌচান্তদিনে অন্য পত্নীর বালক জন্মিলে, পিত্রাদি সপিণ্ডগণের দুইদিন অধিকাশৌচ হইবে। ঐ দিনের রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে হইলে, তিন দিন অধিকাশৌচ হইবে।

পূর্ব্ব ও পর সূতিকা স্বীয়২ অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। (৪৫)

যমজের উৎপত্তি স্থলে পরজাতকের মরণ

হইলে, পুরুষের পক্ষে অশৌচের ইতরবিশেষ কিছুই হইবে না। পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। কিন্তু স্ত্রীরপক্ষে পূর্ব্বে বালক, পরে কন্যা জন্মিয়া কন্যার মরণ হইলে, শূদ্র সূতিকাভিন্ন তাবজ্জাতীয় সূতিকা তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। এরূপ স্থলে মৎস্যাদি ভক্ষণ নিষেধ।

শঙ্করাশৌচ কাণ্ড সমাপ্ত।

অথ বিদেশস্থ জনন ও মরণাশৌচবিধান।

বিদেশে জনন ও মরণ অর্থাৎ অশৌচের উপস্থিতি সময়ে অজ্ঞাত থাকিয়া পরে শ্রুত হইলেই বিদেশস্থ অশৌচ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—

"দেশান্তরগতং শ্রুত্বা সূতকং শাবমেববা।
তাবৎস্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবচ্ছেষঃ সমাপ্যতে ॥(১)

দেবলঃ—

অশৌচাহঃস্বতীতেষু বন্ধুশ্চেৎ শ্রূয়তে মৃতঃ।
তত্র ত্রিরাত্রমশৌচং ভবেৎ সংবৎসরান্তরে ॥ (১)

ঊর্দ্ধং সংবৎসরাদাদ্যাৎ বন্ধুশ্চেৎ শ্রূয়তে মৃতঃ।
ভবেদেকাহমেবাত্র তচ্চ সন্ন্যাসীনাং নতু ॥ (১)

তদ্ভাষা—

জননে, কি মরণে প্রকৃত অবস্থায় যাহার যে অশৌচ, সেই অশৌচের মধ্যে শ্রবণ করিলে, অশৌচের যে কয় দিবস অবশিষ্ট থাকিবে, সেই কয় দিবস অশৌচ গ্রহণ করিবে।

অশৌচের পর একবৎসরমধ্যে পিতা, মাতা, কি পতির, কি সম্পূর্ণাশৌচী জ্ঞাতির মরণ শ্রবণ করিলে, শ্রবণদিনাবধি ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

জলপতনাদিতে যে পিতা, মাতা, কি ভর্ত্তার মরণ হইয়া খণ্ডাশৌচ জন্মিয়াছে, সেই পিতা, মাতা, কি ভর্ত্তার মরণাশৌচান্তে মরণদিনাবধি সংবৎসর মধ্যে যদি তাহা শ্রবণ করা যায়, তবে স্ত্রীপুত্রগণ একরাত্রাশৌচ গ্রহণানন্তর শ্রাদ্ধ করিবে। যে কোনরূপ খণ্ডাশৌচ অতীত হইলে, স্ত্রীপুত্রভিন্ন অন্য কাহারও অশৌচ হইবে না। আচারাধীন স্নান করা কর্ত্তব্য।

মরণদিনাবধি একবৎসরের পর, দুই বৎসর মধ্যে যদি পিতা, কি মাতা, কি পতির মরণ শ্র-

বণ করাযায়, তবে স্ত্রীপুত্রাদি একরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিবে। অন্যের অশৌচ হইবে না।

দুই বৎসরের পর পিত্রাদির মরণ শ্রবণ করিলে কাহারও অশৌচ হইবেনা। আচারাধীন স্নান করা কর্ত্তব্য।

জননাশৌচ অতীতের পর শ্রবণ করিলে কাহারও অশৌচ হইবেনা। কেবল পুত্রজনন শ্রবণ করিলে পিতা স্নানমাত্র করিবে।

অথ খণ্ডাশৌচবিধান।

যে জাতির যে সম্পূর্ণাশৌচ, তাহার ন্যূন অশৌচকেই খণ্ডাশৌচ বলাযায়।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—প্রচেতাঃ—

"মাতৃস্বস্রুমাতুলয়োঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্গুরৌ।
ঋত্বিজিবৈ চোপরতে ত্রিরাত্রমিতি শিষ্যকে।"(১)

মিতাক্ষরারত্নাকরয়োর্ব্বৃহন্মনুবচনং—

"শ্বশুরয়োর্ভগিন্যাঞ্চ মাতুলান্যাঞ্চ মাতুলে।
পিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশাং। (১)

হারলতা প্রভৃতি—

আচার্য্যপত্নী পুত্রোপাধ্যায় মাতুলশ্বশুরশ্বশুর্য্য সহাধ্যায়িশিষ্যেষু একরাত্রেণ। (১)
সংস্থিতে পক্ষিণীং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীসুতে।
সংস্কৃতেতু ত্রিরাত্রংস্যাৎইতিধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ। (১)
পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণাং ঊঢ়ানান্তু কথং ভবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিস্যাদিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ। (১)

মনুরপি—

মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্ বান্ধবেষুচ। (১)

জাবালিঃ—

সমানোদকানাংত্র্যহং গোত্রজানামহঃ স্মৃতং।
মাতৃবন্ধৌ গুরৌমিত্রে মণ্ডলাধিপতৌ তথা। (১)
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈবচ।
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ স ব্রহ্মচারিণি। (১)
যেষাঞ্চ মরণে কিঞ্চিদশৌচং জায়তে সদা।
তেষাং স্বগৃহে মরণেদাহেঽপিস্যাৎত্রিরাত্রকং। (১)

তদ্ভাষা—

খণ্ডাশৌচ যে কেবল জ্ঞাতিতে হইবে, এমত নহে, অনেক কুটুম্বাদির মরণ হইলেও ঐ অশৌচ উপস্থিত হইয়া থাকে।

খণ্ডাশৌচ নানাপ্রকার। কোন স্থলে বার দিন কোনস্থলে পাঁচদিন, কোনস্থলে তিনদিন; অর্থাৎ সম্পূর্ণাশৌচের ন্যূন অশৌচ যত, সকলই খণ্ডাশৌচ জানিবে। যথা,—

যেরূপ ব্যক্তির যেরূপে মরণ হইলে, সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের সম্পূর্ণাশৌচ হইবে, সেরূপ ব্যক্তির সেইরূপে মরণ হইলে, খণ্ডাশৌচগ্রহণকারীর বিধানমতে খণ্ডাশৌচ হইবে। কিন্তু খণ্ডাশৌচী মরণে, কি খণ্ডাশৌচ অতীত হইলে, খণ্ডাশৌচ গ্রহণকারীর অশৌচ হইবেনা।

স্বগৃহে কি স্থানান্তর মরণে।

যজ্ঞসূত্রদাতা, কি তান্ত্রিকমতে দীক্ষাদাতা এবং মাতামহ মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।

স্বগৃহে মরণে, কি মৃতদাহ ও বহনকরণে।

বিবাহিতা ভগিনী, মাতুল, মাতুলানী, পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী, গুরুপত্নী, মাতামহী, ভাগিনেয়, পিতামহীর ভগিনীপুত্র, পিতামহীর ভ্রাতৃপুত্র, পিতামহের ভগিনীপুত্র, মাতুলপুত্র, পিসীর পুত্র, মাসীর পুত্র এবং দৌহিত্র ইহাদের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। ইহাদের স্বা-

স্তরে মরণ হইলে, কি দাহাদি না করিলে, পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

পক্ষিণী দুইদিন একরাত্রি। যদি রাত্রিতে অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে পূর্ব্বের দিবা ও মরণ রাত্রি এবং তৎপর দিবা, এই বারপ্রহরমাত্র অশৌচ। ইহাকে পক্ষিণী বলে।

সাক্ষাৎ কি স্বগৃহে।

শ্বশুর, শাশুড়ীর মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। অসাক্ষাতে স্বগ্রামে মরণ হইলে পক্ষিণী অশৌচ। ভিন্ন গ্রামে মরণ হইলে, একরাত্রাশৌচ।

আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, অধ্যাপক, মাতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, মাতামহীর ভগিনীপুত্র, মাতামহের ভগিনীপুত্র, মাতামহীর ভ্রাতৃপুত্র এবং একগ্রামবাসী গোত্রজমরণে, একরাত্রাশৌচ। কিন্তু স্বগৃহে মরণ হইলে, কি ইহাদিগের দাহ করিলে, কি মৃতদেহ বহন করিলে, ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।

বৈমাত্রেয়ভগিনী, দৌহিত্র, ভগিনীপতি, স্ত্রীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং তৎপুত্র মরণে, সদ্যঃশৌচ, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি।

পিতা ও মাতার যেখানে কেন মরণ হউকনা, বিবাহিতাকন্যার ত্রিরাত্র অশৌচ।

বিবাহিতাকন্যার স্থানান্তর মরণে পিতা মাতার অশৌচ নাই; কিন্তু ঐ কন্যার, শ্রাদ্ধাধিকারিণী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

খণ্ডাশৌচী জ্ঞাতির স্বগৃহে মরণে, কি তাহাকে দাহ, কি বহন করণে, অধিকাশৌচ হইবেনা। যাহার যে প্রকৃত অশৌচের বিধান আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

খণ্ডাশৌচবিষয়ে শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশকৃতা কারিকা—

স্বগৃহেসন্নিধৌবাপি শ্বশ্রোঃস্যাত্তু ত্রিরাত্রকং।
মাতামহেত্রিরাত্রংস্যাৎ শ্রোত্রিয়েস্বগৃহেতথা।
দত্তায়াশ্চৈবকন্যায়াঃ পিত্রোঃস্যাত্তু ত্রিরাত্রকং।
দত্তায়াং কন্যকায়ান্তু পিতুরেবত্রিরাত্রকং।
শ্রাদ্ধাধিকারে বিজ্ঞেয়ং নান্যত্রেতিকদাচন।
দৌহিত্রেভাগিনেয়েচ পিতৃবন্ধ্বাত্মবন্ধুষু।
মাতামহী মাতুলয়োরুপাধ্যায়সভার্য্যকে।
একগ্রামস্থয়োঃ শ্বশ্রোর্ভগিনীমিত্রয়োরপি।
পিত্রোঃস্বস্মাতুলান্যোঃ পক্ষিণীস্যাদশৌচকং।

ভিন্নগ্রামস্থয়োঃশ্বশ্রোঃ শ্যালকে মাতৃবান্ধবে।
অঙ্গাদ্যধ্যাপকেচৈব আচার্য্যপুত্রভার্য্যয়োঃ।
অশ্রোত্রিয়ে স্বগেহেতু মাতুর্ব্বিমাতৃজেঽপিচ।
অহোরাত্রমশৌচংস্যাদিতি প্রাজ্ঞৈরুদাহৃতং।
ভ্রাতরি তৎসুতে স্ত্রীণাং ভাগিনেয়ে তথৈবচ।
ভাগিনেয়েতথাভর্ত্তুঃ পত্নীবিমাতৃজেতথা।
বিমাতৃকন্যাজামাত্রোঃ সদ্যঃশৌচংবিধীয়তে।
ইতি খণ্ডাশৌচবিবেচনং।

অথ দত্তকমরণাশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—বিষ্ণুসংহিতা—

"ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্‌পিণ্ডাঃ পৃথক্‌বংশকরাঃস্মৃতাঃ।
সূতকে মৃতকেচৈব ত্র্যহাশৌচস্যভাগিনঃ॥ (১)

তদ্ভাষা—

দ্বাদশ প্রকার পুত্রমধ্যে কলিতে ঔরস পুত্র ও দত্তকপুত্র ইহা ভিন্ন অন্যপুত্রের বিধান নাই, অতএব এই দুইয়ের অশৌচ ব্যবহার আছে।

সপিণ্ডজাতির সন্তানভিন্ন, যে কোন দত্তক-

পুত্র হউকনা কেন, তাহার মরণে, সকল সপিণ্ড-জ্ঞাতির ত্রিরাত্র অশৌচ। সপিণ্ডজ্ঞাতিমরণেও দত্তকের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

দত্তকপুত্রের যে ত্রিরাত্রাশৌচ, ইহা স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ জ্ঞান করিয়া, সকুল্যাদিজ্ঞাতিগণ ত্রিরাত্রাদি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

দত্তকপুত্রের যদি দৈবঘটনায় জলপতনাদিতে মরণ হয়, তাহাহইলেও সপিণ্ডজ্ঞাতির ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে; কিন্তু এই স্থলে সকুল্যাদির অশৌচ নাই।

দত্তকপুত্র এবং তাহার স্ত্রী, উভয়ে পরস্পর স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে।

কেহ বলেন, যদি সপিণ্ডজ্ঞাতির সন্তান দত্তক-পুত্র হয়, তাহাহইলে, দত্তক ও সপিণ্ডগণ, উভয়ে পরস্পর স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে। সকুল্যাদিজ্ঞাতিগণ, ত্রিরাত্রাদি অশৌচ ধারণ করিবে। কিন্তু যেরূপ দত্তকপুত্রই হউকনা কেন, ইহার স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সপিণ্ডাদিজ্ঞাতির ন্যায় অশৌচ ব্যবহার করিবে।

দত্তকের পূর্ব্বপিত্রাদি সপিণ্ডগণের সহিত

পরস্পর অশৌচব্যবহারমাত্রও থাকিবে না। কেহ বলেন, যদি সপিণ্ডের সন্তান দত্তকপুত্র হয়, তবে পূর্ব্ববৎ পরস্পর অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

অথ বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে মরিলে, কি প্রসব করিলে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতিরপক্ষে।

প্রমাণং—

দত্তানারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তেঽথবা।
সমশৌচং চরেৎসম্যক্ পৃথক্স্থানব্যবস্থিতা।
তদ্‌বন্ধুবর্গস্ত্বেকেন শুদ্ধ্যেত্তু জনকস্ত্রিভিঃ। (১)

তদ্ভাষা—

বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে মরণ হইলে তৎপিতা ও মাতার ত্রিরাত্রাশৌচ। সহোদর ভ্রাতার পক্ষিণী এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার একরাত্রাশৌচ হইবে।

পিতৃগৃহে কন্যার প্রসব হইলে, পিতা এবং মাতার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার একরাত্রাশৌচ। কিন্তু সন্তান জন্মিয়া

নষ্ট হইলে, উপরিউক্ত কাহারও অশৌচ হইবে না। পতিকুলে বিধানমতে অশৌচ হইবে।

অথ প্রমাদাধীনমরণে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতিরপক্ষে)

প্রমাণং—ব্যাসঃ—

ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেদ্দ্বিধা।
আসপ্তমাৎ ত্রিরাত্রংস্যাৎ দশরাত্রমতঃপরং।
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চাপ্যুদকাদিকং।
তচ্চ কাশ্যপোক্তং ত্রিরাত্রং।

যথা দেবীপুরাণং—

পক্ষিমৎস্যমৃগৈর্যেতু শৃঙ্গিদংষ্ট্রিনখৈর্হতাঃ।
পতনাদনশনপ্রায়ৈর্ব্বজ্রাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ।
মৃতা জলপ্রবেশেন তে বৈ শস্ত্রহতাঃস্মৃতাঃ॥

তদ্ভাষা—

যে ব্যক্তির প্রকৃতাবস্থায় মরণ হইলে, সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের সম্পূর্ণাশৌচ হয়, সে যদি দৈবঘটনায় ক্ষত নাহইয়া, পক্ষী, কি মৎস্য, কি সিংহাদি

জন্তুকর্ত্তৃক, কি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া, কি সর্পাঘাত, অথবা বিষভক্ষণ, বজ্রপাত, বন্ধন, জলপতন ইত্যাদিদ্বারা ত্রিরাত্রমধ্যে মরে, তবে সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। সকুল্যাদিজ্ঞাতির অশৌচ নাই। ইহার পর মরণ হইলে, সম্পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-পক্ষী ইত্যাদিদ্বারা ক্ষত হইয়া, সাতরাত্রিমধ্যে মরিলে, ত্রিরাত্রাশৌচ; ইহার পর মরণ হইলে, সপিণ্ডজ্ঞাতিগণের সম্পূর্ণাশৌচ; সকুল্যাদিজ্ঞাতিগণের বিধানমতে ত্রিরাত্রাদি অশৌচ হইবে।

শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ তর্কবাগীশমতে—রোগাদিভিন্ন ক্ষত না হইয়া কোন হেতুতে শরীরে কোনপ্রকার বিশিষ্ট আঘাত লাগিয়া, ত্রিরাত্রমধ্যে মরণ হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত পক্ষী ইত্যাদি দ্বারা ক্ষত হউক, কি না হউক, বিশিষ্ট আঘাতে ত্রিরাত্রমধ্যে মরণ হইলে, পুত্রাদি সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, সকুল্যাদির অশৌচ নাই।

রোগাদি ও পক্ষ্যাঘাতাদি ভিন্ন যে কোন হেতুতে, ক্ষত হইয়া সপ্তাহের মধ্যে মরণ হইলে, পুত্রাদি সপিণ্ডের ত্রিরাত্রাশৌচ, সকুল্যাদির অশৌচ

নাই। ইহার পর মরণ হইলে, স্বজাতীয় সম্পূর্ণা-শৌচ হইবে। সকুল্যাদিজ্ঞাতিগণ বিধানমতে ত্রিরাত্রাদি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

অথ মৃত্যুবিশেষে অশৌচের নিষেধবিধান।

(সর্ব্বজাতিরপক্ষে)

প্রমাণং—কুর্ম্মপুরাণং—

ব্যাপাদয়েদথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন্যুদকাদিভিঃ।
বিহিতং তস্যনাশৌচং নাপ্যগ্নির্নোদকাদিকং॥

তদ্ভাষা—

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অগ্নিতে, কি জলে, কি কোন অস্ত্রাদিদ্বারা, কি রজ্জু বন্ধনে, কি বিষাদি ভক্ষণে, কি অনাহারে, কি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া, প্রাণ নষ্ট করে, তাহার অশৌচ, কি অগ্নিকার্য্যাদি, কি আদ্যশ্রাদ্ধাদি কোন কর্ম্ম নাই। কিন্তু তদুদ্দেশে নারায়ণবলি প্রদান করিবে। মতান্তরে গয়াশ্রাদ্ধ বিধান আছে।

যদি কোনও ব্যক্তি যথাবিধানে অনশনব্রত

ধারণ করিয়া, কি সহমরণ নিমিত্ত কোন স্ত্রী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া, কি সঙ্কল্পপূর্ব্বক তীর্থবিশেষের জলে প্রবেশ করিয়া, কি রাজা রাজ্যরক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়া, প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে পুত্রাদি সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সকুল্যাদির অশৌচ নাই।

অথ পর্ণনরদাহে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতিরপক্ষে)

প্রমাণং—আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টং—

অস্থ্যলাভে পলাশবৃন্তানাং ত্রীণি ষষ্টি শতানিচ।
পুরুষ প্রতিকৃতিং কৃত্বা অশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি।
গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ।
উরসি ত্রিংশতং দদ্যাৎ বিংশতিং জঠরে তথা।
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ দদ্যাদঙ্গুলিভির্দ্দশ।
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এবচ।
ঊরুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ।
পাদাঙ্গুলিষুচ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণং।
ঊর্ণাসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেন লেপয়েৎ॥

আদিপুরাণং—

তদলাভে পলাশোথৈঃ পত্রৈঃ কার্য্যঃপুমানপি।
শতৈস্ত্রিভিস্তথাষষ্ট্যা শরপত্রৈ বিধানতঃ।
এবং পর্ণনরং দগ্ধ্বা ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ॥

যমঃ—

ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে রাজন্ নৈব পর্ণনরং দহেৎ।
তদূর্দ্ধং অষ্টমীংপ্রাপ্য দর্শংবাপিবিচক্ষণঃ।

তদ্ভাষা—

বিশেষকারণবশতঃ মৃত ব্যক্তির অস্থি পর্য্যন্ত পাওয়া না গেলে, মরণ দিবসাবধি ত্রিপক্ষ, অর্থাৎ ৪৫ দিনের পর, কৃষ্ণাষ্টমী, কি অমবস্যাতিথিতে কুশদ্বারা ও তিনশত ষাটি পলাশ পত্রদ্বারা, মৃত-ব্যক্তির প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া, দাহানন্তর, পুত্রাদি সপিণ্ডগণ ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে। এমত স্থলে সকুল্যাদি জ্ঞাতির অশৌচ হইবেনা। কিন্তু অশৌচমধ্যে পর্ণনরদাহ করিতে হইলে অ-ষ্টমী, কি অমাবস্যার প্রয়োজন হইবেনা, পুত্রাদি যাহার যে অশৌচ, তাহা গ্রহণ করিবে। কুশ এবং পলাশপত্র গঠিত যে প্রতিকৃতি পুরুষ, তাহাকে ঊর্ণাতন্তু অর্থাৎ মেষরোমদ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া

যবচূর্ণদ্বারা প্রলেপন পূর্ব্বক মৃতদাহের ন্যায় দাহ করিবে। কুশময়পুত্তলে পলাশপত্র দেওয়ার স্থান— মস্তকে ৪০। ঘাড়ে ১০। বক্ষঃস্থলে ৩০। উদরে ২০। বাহুদ্বয়ে ১০০। বিংশতি অঙ্গুলিতে ২০। অণ্ডকোষে ৬। লিঙ্গে ৪। উরুদ্বয়ে ১০০। জানু ও জঙ্ঘাতে ৩০। মোট সংখ্যা ৩৬০।

পর্ণনরদাহের পর, যদি পুনর্ব্বার মৃত ব্যক্তির শরীর, কি অস্থি প্রাপ্ত হওয়াযায়, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার দাহ করিয়া, ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রেতশ্রাদ্ধ একবার ভিন্ন করিতে পারিবেনা। মরণানন্তর অশৌচমধ্যে অস্থ্যাদি প্রাপ্ত হইলে; তখন সে অস্থ্যাদি দাহ করিয়া, যাহার যে প্রকৃত অশৌচ, তাহা গ্রহণ করিবে।

স্ত্রীর পর্ণনরদাহ করিতে হইলে, স্ত্রী আকৃতি করিতে হইবে। বিশেষ পুরুষের অণ্ডস্থলের ছয়টী পলাশপত্র দুই স্তনে দিবে; লিঙ্গের চারিটীপত্র প্রস্রাবদ্বারে দিবে। স্থান ভেদে এরূপও ব্যবহার আছে যে, মস্তকে একটী নারিকেল, সন্ধিস্থলে ঘিলাও চক্ষুতে লাটাগোটা দিয়া থাকে।

অথ অশৌচান্নভক্ষণে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—শুদ্ধিচিন্তামণিঃ—

প্রেতান্নমসপিণ্ডানাং যাবদশ্নাত্যকামতঃ।
তাবন্ত্যহান্যশৌচংস্যাৎ সপিণ্ডানাং কথঞ্চন।

স্মার্ত্তঃ জনন ও মরণাশৌচমধ্যে—

ব্রাহ্মণাদীনামশৌচে যঃসকৃদন্নমশ্নাতি তস্য তাবদশৌচং যাবত্তেষাং।

তদ্ভাষা—

যেরূপ অশুচিব্যক্তির স্পর্শান্ন, কি প্রস্তুতান্ন, সজ্ঞানে একবার ভোজন করা যায়, ভোজনকারীর তদ্রূপ অশৌচ ভোগ হইবে। অশৌচান্তের পর দিনে, যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানতঃ ভোজন করিলে, যতদিন ভোজন করিবে, তত দিন অশৌচ হইবে।

অথ স্পর্শাশৌচ বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—সম্বর্ত্তঃ—

চতুর্থেঽহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্যচ।

অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃস্যাৎ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।

খণ্ডাশৌচেতু দেবলঃ—

অশৌচকালাৎ বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ।

একাহে মরণদ্বয়ে যাবদশৌচং তাবৎ অঙ্গাস্পৃশ্য-ত্বমাহ অঙ্গিরাঃ।

মরণং যদি তুল্যংস্যাৎ মরণেন কথঞ্চন।

অস্পৃশ্যন্তু ভবেৎ গোত্রং সর্ব্বমেব স্ববান্ধবং।

জননে আদিপুরাণং—

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।

গতৈঃ শূদ্রাতু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেবচ।

বিষ্ণুসূত্রে সমন্তঃ—

মাতুরেব সূতকং তাং স্পৃশ্যতঃ পিতুর্নৈতরেষাং।

সম্বর্ত্তঃ—

জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।

তদ্ভাষা—

সম্পূর্ণ জ্ঞাতি মরণাশৌচে ব্রাহ্মণ তিন দিন, ক্ষত্রিয় ছয়দিন, বৈশ্য আট দিন, শূদ্র দশদিন প-র্য্যন্ত অশুচি আছেন, এরূপ স্থলে তাহাদের কাহাকে স্পার্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিলে শুদ্ধি হয়।

খণ্ডাশৌচবিষয়ে অশুচি।

যখন যে অশৌচ হইবে, তাহাকে তিন ভাগ করিয়া একভাগে যত সময় হইবে, সে সময়ই অস্পর্শনীয়, এই সময় মধ্যে অন্যে স্পর্শ করিলে, স্নান করিলেই শুদ্ধি হয়। প্রথম একদিনে দুইজন সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ হইলে, যাবৎ অশৌচ থাকিবে, তাবৎকাল জ্ঞাতিগণের শরীর অস্পর্শনীয়। ইহাদিগকে অন্যে স্পর্শ করিলে, স্নানের পর শুদ্ধ হইবে।

কন্যা কি পুত্র জন্মিয়া জীবিত থাকিলে— ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা; এইতিনেরই দশদিন। শূদ্রা ত্রয়োদশ দিন পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যা থাকে, তাহাকে অন্যে স্পর্শ করিলে, স্নানেতেই শুদ্ধ হয়। কি পতি, কি সপত্নী, সূতিকাকে স্পর্শ করিলে, সূতিকা যতদিন অস্পৃশ্যা থাকে, স্পর্শকারারাও ততদিন অশুচি থাকিবে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেও স্নান করা কর্ত্তব্য। পুত্র জননে, পিতা যাবৎ স্নান না করিবে, তাবৎকাল অশুচি থাকিবে। ইহাকে অন্যে স্পর্শ করিলেও স্নান করা আবশ্যক।

রজস্বলা, সূতিকা এবং প্রসূতিকা, অন্ত্যজাদি ও কুক্কুটশূকরাদি এবং আপনাহইতে ন্যূন জাতির উচ্ছিষ্ট ও মুখামৃত, সাধারণ ব্যক্তির মল মূত্রাদি ও মদিরা এবং ন্যূন জাতির পক্কদ্রব্য অন্নাদি স্পর্শ করিলে, সবস্ত্র স্নান করিয়া শুচি হইবে। উপরি-উক্ত স্পর্শাশৌচাদির শঙ্কর হয় না।

অথ কুষ্ঠরোগীর অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—ভবিষ্যপুরাণং—

শৃণু কুষ্ঠগণং বিপ্র উত্তরোত্তরতোগুরুং।
বিচর্চ্চিকা দুশ্চর্ম্মাচ চর্চ্চরীয়স্তৃতীয়কঃ।
বিকর্চ্চু ব্রণ তাম্রৌচ কৃষ্ণশ্বেত তথাষ্টকং।
এষাংমধ্যেচ যঃ কুষ্ঠী গর্হিতং সর্ব্বকর্ম্মসু।
ব্রণবং সর্ব্বগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি।
তথা মৃতেচ প্রোপয়েৎ তীর্থে বা তরুমূলকে।
নপিণ্ডং নোদকং কার্য্যং নচ দাহক্রিয়াঞ্চরেৎ।
ষণ্মাসীয় ত্রিমাসীয় মৃতঃ কুষ্ঠি কদাচন।
যদি স্নেহাৎ চরেৎ দাহং যতিচান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
যতিচান্দ্রায়ণাশক্তৌতত্রপাদোনধেনুচতুষ্টয়দানং।

তদ্ভাষা—

এই সমস্ত কুষ্ঠরোগ উত্তরোত্তর গুরু জানিবে।

বিচর্চ্চিকা অর্থাৎ গাত্র চর্ম্মাদি, দুশ্চর্ম্মা অর্থাৎ অপ্রাবৃত মেড্র, চর্চ্চরী অর্থাৎ বিশেষ কুষ্ঠ, বিকর্চ্চু অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ ব্রণ, শ্বেত অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ব্যক্তিগণকে মহাপাতকী বলে। যাহার গলিত কুষ্ঠ আছে, সে অতি পাতকী, এরূপ ব্যক্তি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, পুত্রাদি জ্ঞাতিগণ অশৌচ গ্রহণ করিবে না। দাহাদি না করিয়া, তীর্থে অথবা তরুমূলে, প্রোথিত করিয়া রাখিবে। যদি স্নেহবশতঃ এই সকল পাতকীকে দাহ করে, তাহাহইলে দাহকারিগণ, যতিচান্দ্রায়ণব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দাহকরণে অশৌচ হইবে না।

যতিচান্দ্রায়ণ করিতে অশক্ত হইলে, একপাদ ন্যূন ধেনুচতুষ্টয়মূল্যদান করিয়া, শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ সোয়া এগারকাহন কড়ি দান করিবে। নিতান্ত অশক্ত হইলে পোনে চারি কাহন কড়ি দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

যদি পাতকিগণের স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করার পর

মরণ হয়, কি মরণান্তর পুত্রাদি প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে দাহ করিয়া, অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

যতিচান্দ্রায়ণ বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা—মহাপাতকীনাং শবদাহজনিত পাপক্ষয়কামেন ব্রাহ্মণাদিনা যতিচান্দ্রায়ণব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকপাদোন পয়স্বিধেনুচতুষ্টয়মূল্যচতুঃপণাধিকৈকাদশকার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি সতাং মতং।

উক্ত পাপিগণের জীবদ্দশায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, তাহার ব্যবস্থা—বিচর্চ্চিকারোগসংসূচিত মহাপাতকশেষপাপক্ষয়কামেন ব্রাহ্মণাদিনা পরাকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণক পঞ্চধেনুমূল্যপঞ্চদশকার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তংকরণীয়মিতি। বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীরপক্ষে ইহার অর্দ্ধব্যবস্থা, শ্বিত্ররোগ পর্য্যন্ত।

গলিতকুষ্ঠাদিতে প্রকারান্তর।

গলিতকুষ্ঠরোগসংসূচিতাতিপাতক শেষপাপক্ষয়কামেন ব্রাহ্মণাদিনা পরাকব্রতদ্বয়াচরণাশক্তৌ যৎকিঞ্চিৎকাঞ্চনদক্ষিণক ত্রিংশৎকার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি ব্যবস্থা। এই-

রূপ, সর্ব্বাঙ্গশ্বিত্ররোগে এবং সর্ব্বাঙ্গব্রণযুক্ত হইলে, অন্য রোগাদিতে প্রকারান্তর ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্তখণ্ডে বেদিতব্য।

কিন্তু কোন প্রায়শ্চিত্তই অষ্টমী, কি চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং রাত্রিতে করিতে পারিবেনা। করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

প্রমাণং যথা—

নাষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত পরীক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনি ভৌমদিনে তথা।
গ্রহণসময়েতরে রাত্রৌশ্রাদ্ধং নকুর্ব্বীত ইত্যনেন রাত্রৌ পার্ব্বণশ্রাদ্ধনিষেধাৎ প্রায়শ্চিত্তোহপি ন কর্ত্তব্য ইতি।

অথ পতিতগণনা (সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—ব্রহ্মপুরাণং—

কুশিল্পজীবিনশ্চৈব শূন্যালঙ্কারকারিণঃ।
মুখে ভগাশ্চ যে কেচিৎ ক্লীবপ্রায়ো নপুংসকাঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতা যেচ যেচ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ।
মহাপাতকিনো যেচ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পতিতানাং ন দাহঃস্যাৎ নান্ত্যেষ্টির্নচ তৎক্রিয়া

নচাশ্রুপাতঃ পিণ্ডোবা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং ক্বচিৎ।
এতানি পতিতানান্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ।
তপ্তকৃচ্ছ দ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্নচান্যথা।

তদ্ভাষা—

বহুপ্রকার পতিতের মধ্যে কয়েক প্রকার উল্লেখ করা গেল।

যে কোনও ব্যক্তি চর্ম্মকারাদির ন্যায়, চর্ম্মদ্বারা, কি কোন অস্থ্যাদিদ্বারা, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে, কি প্রলোভনে মনুষ্যকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে বধ করিলে, কি কোন ব্রাহ্মণ সুরাপান, কি সুরা বিক্রয় করিলে, কি কোন ব্যক্তির কণ্ঠদেশে ভগাকার চিহ্ন থাকিলে, কি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অতি পীড়াদায়ক হইলে, পতিত বলিয়া অভিহিত হইবে।

এই সকল ব্যক্তি জীবদ্দশায় প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, কি মরণানন্তর পুত্রাদিতে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও দাহাদি কিছুই নাই।

যদি দৈবাৎ দাহাদি কার্য্য সমাপনান্তে পুত্রাদি জ্ঞাতিগণ অশৌচগ্রহণ করে, তাহাহইলে

দাহকারিগণ, স্বকীয়াঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রতদ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুচি হইবে। অথবা তাহার অনুকল্প ২২॥০ কাহন কড়ি দান করিবে।

যদি দাহাদিকার্য্যের একটী কার্য্যও করে, তবে একটী তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অশক্ত হইলে, তদনুকল্প ১১।০ কাহন কড়ি দান করিবে।

পাপিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর মরণ হইলে, কি মরণান্তে পুত্রাদিতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহ করিলে পুত্রাদিজ্ঞাতিগণের স্বজাতীয় সম্পূর্ণাশৌচ হইবে।

অথ মরণসময়ের কার্য্যবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

আসন্নমৃত্যুনাদেয়া গৌঃ সবৎসাচ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবেচ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ।
তদা যদি নশক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চগাং।
শক্তোন্যোরুক্ তদাদদ্যাৎ শ্রেয়োদদ্যান্ মৃতস্যচ।

তদ্ভাষা—

যে ব্যক্তির মরণের সময় উপস্থিত হয়, সে

সময়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, পুত্রাদি বন্ধুগণ তীর্থ-স্থলে, কি পঞ্চবটীর নীচে, অথবা শালগ্রাম সহিত তুলসী কাননে সে ব্যক্তিকে রাখিয়া, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনদ্বারা, কি ভস্মদ্বারা বিভূষিত করিয়া, "রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণকেশবকংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন" এই সকল নামাঙ্কিত করতঃ উক্ত নাম সকল শ্রবণ করাইবে। সে সময়ে নরক নিবারণার্থ বৈতরণী করা আবশ্যক। যদি স্বয়ং করিতে না পারে, তবে পুত্রাদির মধ্যে অভুক্ত ও অরোগী একজনে তৎপ্রতিনিধিস্বরূপে বৈতরণী প্রদান করিবে। রাত্রিতেও বৈতরণী ক্রিয়া করিবার মতান্তর আছে। বৈতরণীতে সবৎসা গাভীকে অলঙ্কৃতা করিয়া দান করিবে। অশক্ত হইলে, একটী গাভীদানমাত্র করিলেই চলিবে। নিতান্ত অশক্ত হইলে, এক কাহন কড়ি দান করিলেও ক্ষতি নাই। যদি দৈবাৎ মরণ সময়ে বৈতরণী দান না হয়, তবে শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে বৈতরণী করণানন্তর শ্রাদ্ধ করিবে।

(ব্রাহ্মণ পক্ষে)

প্রথমতঃ অর্চ্চনা। কুরুক্ষেত্রাদি পাঠানন্তর

এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রভোজ্যোপকরণ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতা সবৎসা গব্যৈনমঃ। এইরূপ তিনবার অর্চ্চনা করণানন্তর, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ, এই বাক্যে তিনবার অর্চ্চনা করিবে। তৎপর এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এইরূপ তিনবার বলিবে। তৎপর জল প্রক্ষেপানন্তর সুপ্রোক্ষিতাস্তু ইহা বলিয়া, হস্তদ্বারা স্পর্শ করতঃ প্রদান করিবে।

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তাবৈতরণী নদী।
তাঞ্চতর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চগাং॥

ইহার পর দক্ষিণাবাক্য, তৎপর অচ্ছিদ্র ও তদনন্তর বৈগুণ্য করিবে।

উৎসর্গ বাক্য—

ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্ব পাপবিমুক্তিপূর্ব্বক যমদ্বারাবস্থিত তপ্তাবৈতরণীনদী সুখসন্তরণকামঃ ইমাং সবস্ত্রভুজ্যোপকরণসাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং সবৎসা গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং গবীং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। প্রতিনিধিস্থলে অমুক গোত্রস্য শ্রী

অমুক দেবশর্ম্মণঃ এবং দদে এই স্থলে দদানীতি পাঠ করিবে।

মরণান্তে পুত্রাদিজ্ঞাতিগণ উত্তমরূপে স্নানাদি করাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণান্তর দাহ করিবে।

অথ অশৌচমধ্যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—স্মার্ত্তঃ—

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকংস্মৃতিকর্ম্মচ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া।

শঙ্খঃ—

দানং প্রতিগ্রহোহোম স্বাধ্যায়পিতৃকর্ম্মচ।
প্রেতপিণ্ডক্রিয়া বর্জ্জং সূতকে বিনিবর্ত্ততে।

তদ্ভাষা—

অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যা, অধ্যয়ন, হোম, আতিথ্য-সংকার, প্রেততর্পণভিন্ন তর্পণ, বলিবস্ত্র কর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম, স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, দান, প্রতিগ্রহণ এবং পূরকপিণ্ড দান ভিন্ন পিতৃকার্য্য, ইহার কিছুই করিবে না।

পিতা, মাতা ও পতির মরণাশৌচে ইহা হ-

ইতে অধিক। উক্ত ব্যক্তিগণের মরণ দিনাবধি, স্ত্রী ও পুত্রগণ, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে, যে দিনের যে সময়ে পিত্রাদির মরণ হয়, তৎপর দিনের সেই সময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

বৈদিক ও তান্ত্রিকসন্ধ্যা এবং দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া, কেবল স্মরণ মাত্র করিবে। পাদগ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার করণ, কি তৎগ্রহণ কিছুই করিবে না। কিন্তু এক অশৌচ মধ্যে অন্যের মুখানল করণ ও তৎপর পূরকপিণ্ড দান করিলে দোষ নাই।

ভোজনান্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান নাই। দেশব্যবহারমতে করিয়াও থাকে।

অথ পিতা মাতা ও পতির মরণাশৌচে ভক্ষণদ্রব্য

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—স্মৃতিঃ—

গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাস্তিলাযবাঃ।
সামুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈব অক্ষারলবণং স্মৃতং।
অষ্টৌতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্ব্বচনমৌষধং।

তদ্ভাষা—

পিতা, মাতা ও পতির মরণাশৌচে—গো-ক্ষীর, গোঘৃত, তণ্ডুল, মুগ, তিল, যব, দেশভেদে সমুদ্র লবণ এবং সৈন্ধব ও জল, মূলকদ্রব্য, ফল, ঔষধ এই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে। এতদ্ভিন্ন দ্রব্য ভোজন নিষেধ। ব্রাহ্মণানুমতি ও গুরুবচন ইহাও পালন করিবে।

অথ মরণাশৌচমধ্যে ভক্ষণনিষিদ্ধ দ্রব্য।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—গোভিলসূত্রং—

মৎস্যমাংসাদীন্ নভক্ষেয়ুরাপ্রদানাৎ।

ব্যাসপ্রভৃতয়ঃ—

মৃতমাত্রে নভোক্তব্যং আমিষঞ্চ দ্বিজোত্তম।

মাষমসূরমাংসঞ্চ দগ্ধদ্রব্যং তথাঝষং।

মৃতাশৌচে নভোক্তব্যং ভুক্ত্বাকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।

(কৃচ্ছ্রং—প্রজাপত্যং)

তদ্ভাষা—

মরণাশৌচ মধ্যে মাষ, মসুর, মাংস, দগ্ধদ্রব্য, মৎস্য ও আমিষ দ্রব্যমাত্র ভোজন করিবে না।

যদি দৈবাৎ ভোজন করে, তাহাহইলে একটী প্রাজাপত্যব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অশক্তহ-ইলে, এক ধেনুমূল্য ৩ কাহন কড়ি দান করিবে।

ইহার প্রায়শ্চিত্ত পত্র—

মরণাশৌচ মধ্যে মৎস্যভোজনজনিত পাপ-ক্ষয়কামেন ব্রাহ্মণাদিনা প্রাজাপত্যব্রতাদ্যশক্তৌ তদনুকল্পানুকল্প পয়স্বিধেনুমূল্য ত্রিকার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি ব্যবস্থা।

অথ অশৌচমধ্যে পূরকপিণ্ডদান বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—মনুসংহিতা—

অসগোত্রঃ সগোত্রোবা যদি স্ত্রী যদিবা পুমান্
যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডান্‌দদ্যাৎসএবহি। (১)
যাবদশৌচং তাবৎ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। (১)

তদ্ভাষা—

দশদিন অশৌচ মধ্যে দশটী পূরকপিণ্ড দিবে, ইহাতে অশক্ত হইলে, চতুর্থদিনে চারিটী, কি অশৌচান্ত দিনে তাবৎ পূরক এককালে দিলেও ক্ষতি নাই। ইহাতে স্ত্রী যদি অধিকারিণী না হয়, তাহাহইলে দিতে পারিবে না।

অশৌচান্তদিনে শবমুখানলকারী সচেলস্না-নানন্তর শেষ পূরকপিণ্ড প্রদান করিয়া ক্ষৌরাদি-কর্ম্ম নির্ব্বাহকরতঃ পুনঃ স্নান করিবে। সে সময়ে বস্ত্রশুদ্ধি ও গৃহশুদ্ধি অবশ্য করিবে। সে সময়ে বস্ত্রশুদ্ধি ও গৃহশুদ্ধি অবশ্য করিবে। যদি বিশিষ্ট কারণে শবমুখানলকারী প্রেতপিণ্ড প্রদান না করে, তাহাহইলে শ্রাদ্ধাধিকারী অশৌচান্ত দিনে পূরকপিণ্ড দিবে, ইহাতে অশক্ত হইলে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে পূরকপিণ্ড প্রদানানন্তর শ্রাদ্ধ করিবে।

অথ অশৌচান্তদিনের পরদিবসীয় কার্য্যবিধান।

প্রমাণং—দেবলঃ—

অঘাহঃ স্বনিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।
আশুচ্যাৎ বিপ্রমুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্যচ॥

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—মৎস্যপুরাণং—

অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহ্নি শয্যাংদদ্যাৎ বিলক্ষণাং।
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতং। (১)
সংপূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষণৈঃ।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো দেয়াচ কপিলাশুভা। (১)

একাদশাহে প্রেতস্য যস্যচোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি। (১)

অগ্নিপুরাণং—

আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসিতু বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবৎ নস্যাৎ সপিণ্ডতা। (১)

ব্যাসঃ—

দেবব্রত বৃষোৎসর্গ চূড়াকরণ মেখলাঃ।
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ। (১)

অষ্টমঙ্গল—

লোকেস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যঃ সর্পিরাদিত্য আপোরাজা তথাষ্টমঃ। (১)

তদ্ভাষা—

অশৌচান্তের পরদিনে সূর্য্যোদয়ের পর পুত্রাদি সপিণ্ডগণ সচেল স্নানানন্তর অঙ্গশুদ্ধি নিমিত্ত সাম্ভ্যদকগ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, হিরণ্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল, রাজা এই অষ্ট দ্রব্য স্পর্শ করিবে; ইহার মধ্যে কোন বস্তুর অভাব হইলে, ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে। তৎপর প্রাতঃসন্ধ্যা করণানন্তর সভোজ্য কাঞ্চন দান করিবে।

যজুর্ব্বেদীর পক্ষে জলস্পর্শ স্থলে যষ্টিস্পর্শ।

কাঞ্চনদানের অর্চ্চনাবাক্য—

(ব্রাহ্মণপক্ষে)

প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণিচ, তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি সবস্ত্র ভোজ্যোপকরণ কাঞ্চন দানকালে ভবন্ত্বিহ, ইহা পাঠ করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্র ভোজ্যোপকরণ কাঞ্চনায় নমঃ এইরূপ তিনবার অর্চ্চনাকরণানন্তর এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায়নমঃ এইরূপ তিনবার পাঠানন্তর অর্চ্চনা করিবে। তৎপর এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবেনমঃ। ইহা তিনবার উল্লেখ করণানন্তর উৎসর্গবাক্য বলিবে। যথা—বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যামুকেমাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণো শৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহ্নি অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা এতদশৌচ কালোৎপন্ন পঞ্চশূনাজনিতপাপক্ষয়কামঃ ইদংসবস্ত্রভোজ্যোপকরণ কাঞ্চনং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। তৎপর দক্ষিণাবাক্য, তাহার পর অচ্ছিদ্র, বৈগুণ্য পর্য্যন্ত শেষ করিয়া গুরুকে অর্চ্চনা কর-

দানান্তর শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। যদি বিশিষ্ট কারণবশতঃ শবমুখানলকারী অশৌচান্তে পূরকপিণ্ড প্রদান না করিয়া থাকে, তবে শ্রাদ্ধাধিকারী সে সময়ে পূরকপিণ্ড প্রদানানন্তর শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রথমতঃ হেমগর্ভ তিলোৎসর্গ, পশ্চাৎ মরণ সময়ে বৈতরণী গবীদান না করিয়া থাকিলে সে সময়ে বৈতরণী করিয়া ষোড়শ দান করিবে।

ষোড়শদানদ্রব্য।

ভূমি ১। আসন ২। জল ৩। বস্ত্র ৪। দীপ ৫। অন্ন ৬। তাম্বুল ৭। ছত্র ৮। গন্ধ ৯। মাল্য ১০। ফল ১১। শয্যা ১২। পাদুকা ১৩। গো ১৪। রজত ১৫। কাঞ্চন ১৬।

এই সমস্ত দানানন্তর বিলক্ষণা শয্যোপরি কাঞ্চনময় পুরুষ সংস্থাপন করিয়া, নানাভরণ ভূষিত দ্বিজদম্পতীকে পূজাকরতঃ শয্যাদান করিবে। ইহাকে পঞ্চাঙ্গবৃষোৎসর্গ বলে।

নিতান্ত অশক্ত হইলে, শ্রাদ্ধাধিকারিগণ ভিক্ষা করিয়াও সাধারণমতে একটী বৎসতরি সহিত বৃষোৎসর্গ করিবে। নতুবা পিত্রাদি, প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

বৃষোৎসর্গের চারিটী সময়—আদ্যশ্রাদ্ধের দিবস ১। ত্রিপক্ষ ২। ষষ্ঠ মাস ৩। পূর্ণ সংবৎসর ৪।

এই চারি সময়মধ্যে বৃষোৎসর্গের কালাকাল বিবেচনা নাই। কাম্য বৃষোৎসর্গের কালাকাল অবশ্য বিবেচনা করিবে।
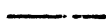
অথ পতিপুত্র বর্ত্তমানে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

পতিপুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ।
চন্দনেনাঙ্কিতাধেনুস্তস্যাঃ স্বর্গায়দীয়তে।

তদ্ভাষা—

রজোযোগ নিবৃত্তি হয় নাই, এমন স্ত্রীর যদি পতি পুত্র বর্ত্তমানে মরণ হয়, তাহার শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠপুত্র একটী ধেনুকে চন্দনাঙ্কিত করিয়া দান করিবে। বৃষোৎসর্গ করিবে না।

বাঞ্ছা থাকিলে কনিষ্ঠপুত্র বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবে। রজোযোগ নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন স্ত্রীর

শ্রাদ্ধ সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষোৎসর্গ করিবে। ক্রমে অপরাধিকারিগণ বৃষদান করিতে পারিবে।

অথ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারীর বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ—ভাষা—

আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী বিষয়ে যে সকল প্রমাণ আছে তাহা ভাষার ন্যায় অতি সহজ। অতএব নিম্নে ভাষাতেই তাহা জানান গেল,—

জ্যেষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সন্তান জন্মে নাই এমন স্ত্রী, সন্তানবতী স্ত্রী, চূড়াযুক্তা অবিবাহিতা কন্যা, বাগ্দানযুক্তা কন্যা, বিবাহিতা কন্যা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, পিতা, মাতা. পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, অদত্তাচূড়াযুক্তা পৌত্রী, বিবাহিতা পৌত্রী, বগ্দানযুক্তা পৌত্রী, প্রপৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্য, স-

পিণ্ড, সকুল্যাদিজ্ঞাতি, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহসপিণ্ড, মাতামহ. সকুল্যাদি শ্বশুর, জামাতা, পিতার মাতুল, নিজশিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, মিত্র, পিতার মিত্র, সর্ব্বদা একত্রবাসী স্বজাতি, সর্ব্বদা বেতনভোগী স্বজাতি, স্বজাতি মাত্র।

জ্যেষ্ঠপুত্ত্রাদিক্রমে যে সকল শ্রাদ্ধাধিকারী লিখিত হইয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বব্যক্তির অভাবে পর ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে। জ্যেষ্ঠাদিক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না।

এই সকল শ্রাদ্ধাধিকারীর মধ্যে এক ব্যক্তি ষোড়শ শ্রাদ্ধের কতকাংশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তৎপরাধিকারী অবশিষ্ট শ্রাদ্ধগুলি অবশ্য করিবে।

অসংস্কৃত পুত্ত্র শ্রাদ্ধ করিলে, পিতার যেরূপ তৃপ্তিলাভ হয়, অন্য বেদপারগ ব্যক্তি শ্রা করিলেও সেরূপ তৃপ্তিলাভ হয় না। অতএব মন্ত্রপাঠযোগ্য বালকেরই শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক।

পুত্ত্রভিন্ন যদি অন্য.ব্যক্তি শ্রাদ্ধাধিকারী হয়,

সেই ব্যক্তির চূড়াসংস্কার পর্য্যন্ত না হইয়া থাকিলে শ্রাদ্ধের অধিকার জন্মে না। যেরূপস্থলে তৎপরাধিকারী শ্রাদ্ধ করিবে।

অথ স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারীর বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণ, ভাষা—জ্যেষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, চূড়াযুক্তা অবিবাহিতা কন্যা, বাগদানযুক্তা কন্যা, বিবাহিতা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, পুত্রবধূ, দেবর, অতিসন্নিহিত সপিণ্ড জ্ঞাতি, সমানোদক জ্ঞাতি, জ্ঞাতিমাত্র, স্বগোত্র, পিতা, সহোদর ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, পতির ভগিনী পুত্র, ভ্রাতার পুত্র, জামাতা, পতির মাতুল, পতির শিষ্য, পিতার বংশ, মাতার বংশ ও উত্তম স্বজাতি।

পুরুষের শ্রাদ্ধের ন্যায় স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিবে না। পঞ্চদশশ্রাদ্ধমাত্র করিবে।

অথ আদ্যশ্রাদ্ধের অনধিকারিগণের বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যেচ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥

তদ্ভাষা—

নপুংসক, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জন্মাবধি আতুর, বোবা অর্থাৎ বাক্য বলিতে অশক্ত, ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিকল অর্থাৎ অজ্ঞানাদি, পিত্রাদির শ্রাদ্ধে, কি পিতৃধনে অধিকারী হয়না।

অথ অসংস্কৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধনিষেধ বিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

অসংস্কৃতপ্রমীতানাং পিতা ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
যদি স্নেহাৎ চরেৎশ্রাদ্ধং সপিণ্ডীকরণংবিনা। (১)

তদ্ভাষা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকের উপনয়ন সংস্কার না হইয়া এবং শূদ্র বালকের ও কন্যার বিবাহ সংস্কার না হইয়া মরণ হইলে, সে সময়ে শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা নাই। যদি স্নেহ-

বশতঃ শ্রাদ্ধ করে তাহা হইলেও সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে না।

অথ পিতা, মাতা ও পতির মরণাবধি সংবৎসর মধ্যে বর্জ্জনীয় কার্য্যবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

মহাগুরুনিপাতেতু কাম্যং কিঞ্চিন্নচাচরেৎ। (১)

অন্যচ্চ—

মহাগুরুনিপাতেতু সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ।
বিহায় প্রেতকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ। (১)

দেবলোপি—

অন্য শ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধমাল্যঞ্চ মৈথুনং।
বর্জ্জয়েৎ গুরুপাতেষু যাবৎ পূর্ণো নবৎসরঃ। (১)

দেবীপুরাণং—

প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ।
নাপি দৈবং নবাপৈত্র্যং যাবৎ পূর্ণো নবৎসরঃ।(১)

তদ্ভাষা—মহাগুরুমরণে, সংবৎসরপর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রগণের দেহাশৌচ থাকে বলিয়া তাহারা কাম্যকর্ম্ম অর্থাৎ দেব-ক্রিয়া ও প্রেততর্পণভিন্ন

তর্পণাদি কিছুই করিতে পারিবেনা। প্রেতকার্য্য এবং সন্ধ্যা, উপাসনাদিমাত্র করিতে পারিবে।

এই অবস্থায় পিতা ও মাতার, পরস্পরের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ এবং অধিকারী মতে প্রেত-শ্রাদ্ধ, ইহাভিন্ন অন্যের শ্রাদ্ধ ও পরান্ন ভোজন, চন্দনদ্বারা তিলক ধারণ, মালাধারণ, স্ত্রীসঙ্গ ও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন, পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না।
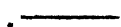
অথ মরণাবধি সম্বৎসরমধ্যে মাসিকশ্রাদ্ধবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—গোভিলঃ—

মুখ্যং শ্রাদ্ধং মাসি মাসি অপর্য্যাপ্তাবৃতুং প্রতি।
দ্বাদশাহেন বা কুর্য্যাৎ একাহে দ্বাদশেঽথবা (১)

ছন্দোগ পরিশিষ্টং—

একাহে তু ষণ্মাসা যদাস্যুরপি বা ত্রিভিঃ।
ন্যূনাঃ সংবৎসরশ্চৈব স্যাতাং ষাণ্মাসিকে তদা। (১)

তদ্ভাষা—মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধানন্তর সম্বৎসরমধ্যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষ ষষ্ঠমাসিকের পূর্ব্বতিথিতে প্রথম ষাণ্মাসিক

শ্রাদ্ধ, দ্বাদশ মাসিকের পূর্ব্বতিথিতে দ্বিতীয় ষা-ণ্মাসিকশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এইচতুর্দ্দশ মাসিক, প্রতিমাসে করণে অশক্ত হইলে, ঋতুকল্পনামতে প্রথম মাসিক বাদ করিয়া দ্বিতীয়মাসিকের সময় দুইটী মাসিক একদিনে করিতে হইবে।

এইরূপ ক্রমাগত একটী বাদ করিয়া পরমা-সিকের দিনে দুইটী মাসিক করিবে। সকল মা-সিক শ্রাদ্ধই এইরূপে করিবে।

চতুর্দ্দশমাসিকের পূরণ—

পঞ্চমমাসিক বাদ করিয়া ষষ্ঠমাসিকের সময় পঞ্চমমাসিক, তৎপর প্রথমষাণ্মাসিক, তৎপর ষষ্ঠমাসিক, এই তিন মাসিক একদিনে করিবে।

এইরূপ একাদশ মাসিক বাদ করিয়া দ্বাদশ মাসিকের দিবসে একাদশ মাসিক, তৎপর দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক, তৎপর দ্বাদশ মাসিক, এই তিন মা-সিক একদিনে করিবে।

যদি এইরূপ দুইটী করিয়া করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ মাসিকশ্রাদ্ধ করণানন্তর সপিণ্ডীকরণ করিবে। মৃত ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধাবধি সপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত ষোড়শশ্রাদ্ধ।

ইহাতে মলমাস উপস্থিত হইলে, মাসিক শ্রাদ্ধ একটী অধিক হইয়া সপ্তদশ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

অথ পুরুষের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পৃথঙ্ নৈবসুতাঃকুর্য্যুঃ পৃথক্ দ্রব্যাহপিক্কচিৎ।(১)
সর্ব্বৈষাস্তু মতংকৃত্বা জ্যেষ্ঠেনৈবতু কারয়েৎ। (১)

তদ্ভাষা—পিত্রাদির মরণতিথি অবধি সম্পূর্ণবৎসরান্তে সেই তিথি প্রাপ্তির দিবস সপিণ্ডীকরণের প্রশস্ত কাল। যেব্যক্তি আদ্যশ্রাদ্ধ ও চতুর্দ্দশ মাসিকশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়াছে, সেইব্যক্তি সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে। ইহাকে ষোড়শশ্রাদ্ধ বলে।

কোনব্যক্তি ষোড়শশ্রাদ্ধের কতকাংশ করিয়া মরিলে তৎপরাধিকারী অবশিষ্ট শ্রাদ্ধগুলি অবশ্য সম্পন্ন করিবে। ইহাতে ষোড়শশ্রাদ্ধের সিদ্ধি হইবে।

অনেক ভ্রাতা পৃথক্ অবস্থায় থাকিলে কনি-

ষ্ঠাদি ভ্রাতার মতগ্রহণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিত্রাদির ষোড়শশ্রাদ্ধ করিবে। অন্যে করিবে না।

অথ পতিপুত্ররহিতাস্ত্রীর সপিণ্ডীকরণনিষেধবিধান।
(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

পতিপুত্রবিহীনায়াঃ স্ত্রিয়ানাস্তি সপিণ্ডনং। (১)

তদ্ভাষা—যে স্ত্রীর পতি, কি পুত্র বর্ত্তমান না থাকে, তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী আদ্যশ্রাদ্ধাবধি মাসিক শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ করিবে। সপিণ্ডীকরণ করিবে না।

অথ মৃতসহ গমনাশৌচবিধান।

প্রমাণং—

প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোনুগচ্ছতিকামতঃ।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিংঘৃতং প্রাশ্যবিশুদ্ধ্যতি।(১)
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিঃবৈশ্যে চস্যাৎদ্ব্যহেনতু।
শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়াম শতংপুনঃ। (১)

তদ্ভাষা—জ্ঞাতিভিন্ন এবং যাহাদের সহিত অশৌচাদি ব্যবহার আছে, সে সকল ব্যক্তি ভিন্ন

স্বজাতীয় মৃতদাহ, কি বহন, কি তৎসহিত দাহ নিমিত্ত গমন করিলে, স্নানানন্তর অগ্নি স্পর্শ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে শুদ্ধি হয়।

(ব্রাহ্মণ পক্ষে)

ক্ষত্রিয়মৃতদাহ নিমিত্ত গমনে এক রাত্রি অশৌচ। বৈশ্যমৃতসহ গমনে, দুই রাত্রি অশৌচ। শূদ্রমৃতসহ গমনে ত্রিরাত্রাশৌচ।

অশৌচান্তে শত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের মৃতদাহ নিমিত্ত যদি ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতি গমন করে, তাহাদের অশৌচ হইবে না। কিন্তু স্নানানন্তর অগ্নি স্পর্শ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিতে হইবে।

যদি প্রমাদবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মৃতদাহ নিমিত্ত গমন করে, তবে তাহার অশৌচ হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বরূপ স্নানাদি করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিতে হইবে।

অথ লোভযুক্ত হইয়া মৃতদাহ নিমিত্ত গমনে
অশৌচবিধান।
(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—পৈঠীনসিঃ—

যদি নির্দ্দহতি প্রেতং প্রলোভাক্রান্তমানসঃ।
দশাহেন দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেৎ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রোমাসেন শুদ্ধ্যতি। (১)

অসজাতীয়শবদাহনবহনস্পর্শনে শব জাতীয়াশৌচং যথা—

অবরংশ্চেৎ বরং বর্ণমবরংবাবরো যদি।
অশৌচেসংস্পৃশেৎ স্নেহাৎতদাশুচ্যেনশুদ্ধ্যতি।(১)

তদ্ভাষা—লোভাক্রান্ত হইয়া স্বজাতীয়, কি ভিন্ন জাতীয় শবদাহ, কি বহন, কি স্পর্শ করিলে, শবজাতীয় অশৌচ ভোগ করিতে হইবে।

চিতাধূম স্পর্শ করিলে সমুদয়জাতিই স্নানের পর শুচি হয়।

অথ শূদ্রাদি মরণানন্তর তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণ রোদন
করিলে অশৌচবিধান।

প্রমাণং—

অস্থিসঞ্চয়নাদর্ব্বাক্ যদি বিপ্রোঽশ্রুপাতয়েৎ।
মৃতে শূদ্রগৃহংগত্বাত্রিরাত্রেণৈবশুদ্ধ্যতি। (১)

অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধংমাসং যাবৎদ্বিজাতয়ঃ।
দিবসেনৈবশুদ্ধ্যন্তি বাসসাংক্ষালনেনচ। (১)

ভত্তাষ্যা—শূদ্রের মরণদিবসাবধি দশদিন পর্য্যন্ত অশৌচমধ্যে যে কোনদিন ব্রাহ্মণ তৎগৃহে গমনানন্তর তদীয় শোকে রোদন করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। দশদিনান্তে অশৌচমধ্যে যে কোনদিন রোদনে একরাত্র অশৌচ হয়।

ব্রাহ্মণ মৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য রোদন করিলে দুই দিন অশৌচ হইবে।

অথ ঋতুমতী স্ত্রীর অশৌচবিধান।
(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

প্রথমেহহনি চাণ্ডালিনী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকীপ্রোক্তা চতুর্থেহহনি শুদ্ধ্যতি। (১)

শঙ্খবচনং—

শুদ্ধাভর্ত্তুশ্চতুর্থেহ্নি অশুদ্ধা দৈবপৈত্রয়োঃ।
দৈবেকর্ম্মণি পৈত্রেচ পঞ্চমেহহনি শুদ্ধ্যতি। (১)

মিতাক্ষরায়াং অত্রিঃ—

রজস্বলা যদি স্নাতা পুনরেব রজস্বলা।

অষ্টাদশদিনাদর্ব্বাক্ অশুচিত্বং নবিদ্যতে।
একোনবিংশতেরর্ব্বাক্ একাহংস্যাৎততোদ্ব্যহং।
বিংশ প্রত্যুত্তরেচৈব ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ। (১)
ভর্ত্তৃপিণ্ড প্রদানেতু সাধ্বীচেৎস্যাৎরজস্বলা।
বস্ত্রংত্যক্ত্বা পুনঃস্নাত্বা সৈবদদ্যাত্তু পূরকং। (১)

তদ্ভাষা—স্ত্রীর রজোযোগ হইলে, তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত দোষ শ্রুতি হেতু অশুচি থাকে। চতুর্থ দিনে পতির ব্যবহার্য্যমাত্র হয়। অন্য কার্য্যের অধিকার জন্মে না। পঞ্চমদিবসে দৈবাদি তাবৎকার্য্যের অধিকার হয়।

পতির পূরকপিণ্ড প্রদানের সময় যদি স্ত্রী রজস্বলা হয় তবে স্নানাদি করিয়া, পূরকপিণ্ড প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবহার সর্ব্বব্যাপী নহে। কেহ বলেন, রজস্বলাশৌচের মধ্যে পূরকপিণ্ড প্রদান না করিয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে, তাহাতে অশক্ত হইলে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে পূরকপিণ্ড প্রদানান্তর শ্রাদ্ধ করিবে।

এই অশৌচের সহিত শঙ্কর হয় না।

—:০:—

অথ অবিবাহিতা কন্যার রজোযোগাশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—রত্নাকরঃ—

পিতুর্ব্বেশ্মনি যা কন্যা রজঃপশ্যেত্বসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপিশাম্যতি। ১
পিতুর্যাবজ্জীবনমশৌচমিতি মিশ্রঃ। (১)

তদ্ভাষা—অবিবাহিতা কন্যার রজোযোগ হইলে, তৎকন্যা ও পিতার জীবদ্দশায় অশৌচ পরিত্যাগ হইবে না।

অথ রক্তপাতাশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

নাভেরূর্দ্ধমধোবাপি যদিস্যাৎ রুধিরস্রবঃ।
অশুচিস্তদহঃ কর্ম্ম কর্ব্বন্নরকমাপ্নুয়াৎ। (১)
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেচৈব মৃতানাং পিণ্ডকর্ম্মসু।
মহাতীর্থেতু সংপ্রাপ্তে ক্ষতদোষো নবিদ্যতে। (১)

তদ্ভাষা—শরীর হইতে যে কোন প্রকারে হউক রক্তপাতিত হইলে, সেই দিবারাত্র অশৌচ হয়।

এই অশৌচে দেবক্রিয়া ও পৈতৃক ক্রিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। কেবল আত্মসন্ধ্যা পূজা, কি উপস্থিতমতে পিত্রাদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে পারিবে।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, কি গঙ্গাদি মহাতীর্থপ্রাপ্তিসময়ে যদি দৈবাৎ রক্তপাত হয়, তবে এই অশৌচ স্নানদানাদির প্রতিবন্ধক হয় না।

রক্তপাতভিন্ন বৃহৎক্ষত হইলেও পূর্ব্ববিধান স্বীকার করিবে।

এই সকল অশৌচের সহিত শঙ্কর হয় না।

অথ কার্য্যবিশেষে অশৌচবিধান।

(সর্ব্বজাতির পক্ষে)

প্রমাণং—

তৈলাভ্যক্তস্তথা বান্ত শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে।
মূত্রোচ্চারং যদা কুর্য্যাৎ অহোরাত্রেণ শুধ্যতি। (১)
অত্র আর্দ্রবাসাস্ত্রিভির্দ্দিনৈরিতি শেষঃ। (১)

উচ্ছিষ্টস্থানাসংস্কারেতু।

আচান্তোপ্যশুচি স্তাবৎ যাবৎ পাত্রমনুদ্ধৃতং।
উদ্ধৃতেপ্যশুচি স্তাবৎ যাবন্নোৎস্হজ্যতে মহী।

তাবৎস্যাদশুচির্ব্বিপ্র যাবন্মোলিপ্যতে মহীতি। (১)

তদ্ভাষা—

শরীরে তৈলধারণ, বমন এবং ক্ষৌর কর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ, এই সকল কার্য্যের পর জলসেচনাদি-দ্বারা পবিত্র না হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে, একরাত্র অশৌচ হয়।

মনুষ্য সকল ভোজন করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিলে যে, শুদ্ধ হইবে এমত নহে, কিন্তু উচ্ছিষ্ট স্থান যে পর্য্যন্ত পবিত্র না হয়, তাবৎ অশুচি থাকিবে। ইহার সাধারণতঃ ব্যবহার নাই। এই অশৌচের সহিত শঙ্কর হয় না।

ব্যবস্থাকৌমুদী প্রথমখণ্ড

সমাপ্ত।